Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস মুক্তা

রোলঃ 228021720


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস মুক্তা

রোলঃ 228021720

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস মুক্তা, আইডিঃ 228021720 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

**জান্নাতুল ফেরদৌস মুক্তা**

আইডিঃ 228021720

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র


১.ভূমিকাঃ ..................................................................................7

২.নামাজ কাকে বলে?...................................................................7

৩.নামাজ কত ওয়াক্তঃ ...................................................................8

৪.নামাজ শিক্ষার ভূমিকা ................................................................8

৫.নামাজ মুমিনের বৈশিষ্ট্যঃ...........................................................11

৬.কুরআনে নামাজে আদেশঃ.........................................................13

৭.নামাজের  গুরুত্ব ও ফজিলতঃ ....................................................15

৮.পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেভাবে এলোঃ.............................................19

৯.নামাজের মূল উদ্দেশ্যঃ...............................................................20

১০.নামাজ পড়া কেন গুরুত্বপূর্ণ .....................................................20

১১.কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ....................21

১২.নামাজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যঃ.........................................................30

১৩.নামাজের মধুরতাঃ.......................................................................32

১৪.নামাজের গভীরতাঃ......................................................................33

১৫.নামাজে সাহাবাদের মনোযোগ যেমন ছিলঃ ....................................34

১৬.নামাজে খুশূ খুজূ হাসিল হাসিল হবে যেভাবেঃ.................................37

১৭.নামাজের প্রভাবঃ.........................................................................39

১৮.সহিহ হাদিসের আলোকে নামাজের পর কিছু দুআঃ...............................54

১৯.ফজর নামাজ আদায়ের ১০টি পুরস্কারঃ...........................................58

২০.যোহর নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ .................................................62

২১.আসর নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ :...............................................64

২২.মাগরিব নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ .................................................66

২৩.ইশার নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ ...................................................67

২৪.জামায়াতে নামাজ আদায়ের ফজিলতঃ....................................................................68

২৫.নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকার ফজিলতঃ.............................................................74

২৬.লোক দেখানো নামাজের ব্যাপারে কোরআনে যা বলা হয়েছেঃ.................................76

২৭.কুরআনের আলোকে নামাজ না পড়া ও নামাজের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিনতিঃ.....78

২৮.নামাজ না পড়ার শাস্তিঃ.......................................................................................82

২৯.সারকথাঃ.................................................................................................89

## ১.ভূমিকাঃ

**কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরিয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।**

**আমরা এ আলোকগ্রন্থ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করি তাহলে দেখতে পাবো ইমানের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ। আল্লাহ তার পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাজের গুরুত্ব আরোপ করেছেন।**

## ২.নামাজ কাকে বলে?

যা দ্বারা মন পবিত্র হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তা-ই নামাজ। আল্লাহকে স্মরণ করাই নামাজের উদেশ্য । মনকে আল্লাহর কাছ হতে দূরে রাখলে নামাজের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না । প্রবৃত্তির বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খল থেকে শুধু অজু গোছলের পবিত্রতা নিয়ে কেবল অঙ্গভঙ্গি দ্বারা নামাজ আদায় হয় না । নামাজ হৃদয়ের জিনিস।

ধ্যান নামাজের একটি অংশ বলা যায় কিন্তু পুরো নামাজ টি ধ্যান বলা যাবে না। কারণ ধ্যান বলা হয় এক জায়গায় বসে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে কোন কিছু জল্পনা-কল্পনা/চিন্তা করাকে । কিন্তু নামাজ এরকম নয়। বরং নির্দিষ্ট কিছু কাজের সমষ্টি যেমন রুকু, সেজদা, বৈঠক, কোরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিল,তাশাহুদ ইত্যাদী মিলে হলো নামাজ।

মোটকথা আল্লাহর দরবারে নামাজ কবুল হওয়ার জন্য ধ্যানমগ্নতা মুখ্য নয় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## ৩.নামাজ কত ওয়াক্তঃ

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। ফরজের পাশাপাশি প্রত্যেক ওয়াক্তেই ওয়াজিব, সুন্নাত এবং নফল নামাজ রয়েছে। নামাজের মোট পাঁচ ওয়াক্ত নিচে দেয়া হলো –

১।ফজর নামাজ-৪ রাকাত/(২-রাকাত সুন্নাত + ২ রাকাত ফরজ।)

২।যোহর নামাজ-১২ রাকাত/(৪-রাকাত সুন্নাত + ৪-রাকাত ফরজ + ২-রাকাত ছোট সুন্নাত + ২-রাকাত নফল)

৩।আছর নামাজ-৮ রাকাত/(৪-রাকাত সুন্নাত||৪-রাকাত ফরজ)

৪।মাগরিব নামাজ-৭ রাকাত/(৩-রাকাত ফরজ + ২-রাকাত সুন্নাত + ২-রাকাত নফল)

৫।এশার নামাজ-১৭ রাকাত/(৪-রাকাত সুন্নাত + ৪-রাকাত ফরজ + ২-রাকাত ছোট সুন্নাত + ২-রাকাত নফল + ৩-রাকাত বেতর+২-রাকাত

## ৪.নামাজ শিক্ষার ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতীকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। আর ইবাদতের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামাজ । কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা নামাজের হিসাব নিবেন। নামাজ না পড়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

তাইতো রাসূল সা. বলেছেন, ইচ্ছাকৃত নামাজ পরিত্যাগ কারী জাহান্নামী কারণ ইচ্ছাকৃত নামাজ পরিত্যাগ কারী কুফুরী। নামাজ একটি ফরজ এবাদত , এই ফরজ এবাদত আল্লাহ ও রাসূল সা. এর তরিকায় আদায় করতে হবে। কিন্তু দুঃখ-জনক হলেও সত্যি মুসলমানরা আজকাল ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের মত গুরুত্বপূর্ণ এবাদতকে ছেড়ে দিচ্ছে আর যারা নামাজ পড়েন তারাও নিজেদের মন মত নামাজ আদায় করে থাকেন।

সহীহ তরিকা শিখার চেষ্টাও করে না । অথচ রাসূল সা. বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা সুন্দরভাবে আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাঁচটি বিশেষ পুরুস্কার দান করে সম্মানিত করবেন।

ক. তার থেকে মৃত্যু কষ্ট দূর করে দিবেন।

খ.কবরের শাস্তি থেকে তাকে মাফ করে দিবেন।

গ.কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আমলনামা ডান হাতে দান করবেন।

ঘ.বিদ্যুতের গতিতে ফুলসীরাত পার করবেন।

ঙ. বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

অতএব সহীহ তরিকায় নামাজ কিভাবে পড়তে হয় তা শিখে নেওয়া জরুরী। রাসূল (সা) কে আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইল (আ) এর মাধ্যমে সহীহ তরিকার নামাজ পড়া শিখিয়েছেন। আর রাসূল (সা) নিজেও হযরত জিব্রাইল (আ) এর দেখানো তরিকায়ই সব সময় নামাজ পড়তেন । কারণ এটিই ছিল আল্লাহ তা'আলার শিখানো তরিকা। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা) রাসূল (সা) কে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই তারা নামাজ আদায় করেছেন। কারণ এটাই নামাজের বিশুদ্ধ তরিকা। সম্মানিত পাঠক আসুন কিভাবে সহীহ তরিকায় নামাজ আদায় করতে হয় তা আমরা জেনে নেই

- **বান্দার কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা দিন ও রাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। এটি এমন একটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নাম, যা আত্মশুদ্ধিসহ জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। যেকারণে সমাজের লোক সৎ, নিষ্ঠাবান,আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে।**

**আল্লাহ বলেন,** "অবশ্যই মুসলিমগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের সালাতে বিনয় নম্র।"

নিম্নে সালাত বা নামজের শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা হলো –

ক.আল্লাহর দেওয়া বান্দার উপর একটি ফরজ ইবাদত সালাত। আল্লাহ বলেন, **"নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"** (সূরা মায়েদা- **১০৩**)

খ.সালাত মিরাজের সমতুল্য। এটি আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের অন্যতম মাধ্যম। হাদীসে এসেছে, **"নামাজ মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ।"**

গ.এর মাধ্যমে বান্দার আত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। ফলে বান্দার মনে আল্লাহর ধ্যান ধারণা সদা জাগ্রত থাকে। আল্লাহ বলেন, **"অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।"**

ঘ.নামাজ বান্দাকে নিয়মানুবর্তিতার জ্ঞানলাভে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেছেন, **"অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে।"**

ঙ.এটি বান্দাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং পারস্পরিক সংহতি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, **"তোমরা রুকু কর রুকুকারীদের সাথে।"**

চ.এটি মানুষকে অন্যায় ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। আল্লহ বলেন, **"অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"**

ছ.এটি মানুষকে কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেয়।

জ.সালাত মানুষের অলসতা দূর করে।

ঝ.এটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা জাগ্রত করে।

ঞ.এটি শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে।

ট.নামাজ সাম্যের শিক্ষা দেয়।

ঠ.সালাত জান্নাতের চাবিস্বরূপ।ইত্যাদি।

হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী রাসুল আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর এবং তাঁহাদের উম্মতদের উপর নামায পড়া ফরয ছিল। কোন নবীর প্রতি ১০ ওয়াক্ত, কারও প্রতি ৩০ ওয়াক্ত, কারও প্রতি ৫০ ওয়াক্ত, কারও প্রতি ৪০ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন মেরাজে গমন করেন, তখন আললাহ্ পাক ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। কিন্তু আখেরী জামানার উম্মতগণ ৫ ওয়াক্ত নামায পড়িলেই ৫০ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব পাইবে। নামায আললাহ্ পাকের একটি উপহার। যাহারা আললাহ্ পাকের দেয়া এই উপহার অবহেলা করবে বা অবজ্ঞা প্রকাশ করবে তাহারা কখনই আললাহ্ পাকের প্রিয় বান্দা হতে পারবে না।
অনুবাদঃ যে সমস্ত লোক যত্ন সহকারে নামায আদায় করবে তাহারাই বেহেশতে যাইবে এবং অশেষ সম্মানের অধিকারী হইবে। নবী করীম (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যেমন তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়া প্রবাহিত একটি নদীর মত। তোমরা যদি প্রতিদিন ৫ বার ঐ নদীতে গোসল কর, তবে যেমন তোমাদের শরীরে কোন ময়লা-আবর্জনা থাকতে পারেনা, তেমনি যে ব্যক্তি পাঁচ বার নামাজ পড়ে তার অন্তরে কোনো ময়লা থাকে না।

## ৫.নামাজ মুমিনের বৈশিষ্ট্যঃ

- ঈমান গ্রহণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল ও অগ্রগণ্য ইবাদত হলো নামাজ। আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও মর্যাদাশীল মানুষ হলেন মুমিনরা। আর পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় মুমিনদের একটি বড় পরিচয় ও প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা নামাজ কায়েম করে। এ গুণ ও পরিচয়ের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নিয়মিত নামাজ আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

যেমন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে। যারা নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে; তারাই সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।’ (সুরা আনফাল, আয়াত : ২-৪)

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা সত্যিকারের মুমিনের কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণ উল্লেখ করেছেন।

তাদের একটি গুণ হলো তারা নামাজ কায়েম করে। এ থেকে বোঝা যায়, সত্যিকারের মুমিন হতে হলে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজ ছাড়া সত্যিকারের মুমিন হওয়া যাবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘ত্ব-সিন।

এ কোরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ— যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং তারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।’ (সুরা নামল, আয়াত : ১-৩)

এখানেও মুমিনদের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে নামাজের কথা বলেছেন।

অন্য আয়াতে মুমিনদের বন্ধুর পরিচয় বর্ণনা করতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের বন্ধু তো শুধু আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনরা, যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।’ (সুরা মায়েদা, আয়াত : ৫৫)

এই আয়াতে তিন শ্রেণিকে আল্লাহ তাআলা মুমিনের বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন, ১. আল্লাহ ২. রাসুল, ৩. মুমিন। অতঃপর মুমিনদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে বলা হয়েছে, তারা নামাজ কায়েম করে।

সফলকাম মুমিনের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা তাদের নামাজে বিনীত।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১)

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যেমন এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি নামাজ ঠিক থাকে, তাহলে বাকি আমলও ঠিক হবে। আর যদি নামাজ খারাপ হয়, তবে বাকি আমলও খারাপ হবে।' (মুজামে তাবারানি, আউসাত হাদিস : ১৮৫৯; জামে তিরমিজি, হাদিস : ৪১৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন।

## ৬.কুরআনে নামাজে আদেশঃ

পবিত্র কোরআন হলো মহান আল্লাহ তাআলার বাণী ও ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস। এটা মানুষের হেদায়াত, ধর্মীয় উপদেশ ও আসমানি শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান ভিত্তি ও মৌলিক স্তম্ভ। মানুষের দুনিয়াবি কল্যাণ, আখিরাতের মুক্তি ও কামিয়াবির শ্রেষ্ঠ উপাদান হলো কোরআন অধ্যয়ন করা এবং কোরআনি শিক্ষা ও হেদায়াতের দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা।

পবিত্র কোরআনে কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের সহজ-সরল পন্থা এবং নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধনের স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গি হলো আদেশ করা। নামাজের প্রতি তাগিদ ও বেশি গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি পবিত্র কোরআনে অনেক ব্যবহৃত হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে কখনো কখনো একবচনের শব্দে নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে এই নামাজের আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করো এবং ফজরের নামাজ (কায়েম করো)।

নিশ্চয়ই ফজরের নামাজে সমাবেশ ঘটে।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭৮)

সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজের কথা বলা হয়েছে। আর ফজরের নামাজকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এই নামাজের

বিশেষত্বের আরেকটি দিক হলো, এ নামাজের সময় ফেরেশতাদের সমাবেশ ঘটে। যারা আল্লাহর দরবারে বান্দার নামাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।

এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তুমি নামাজ কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক আমল মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এটি একটি স্মারক।' (সুরা হুদ, আয়াত : ১১৪)

এই আয়াতে বর্ণিত দিনের দুই প্রান্ত ও রাতের কিছু অংশের নামাজ হলো ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা।

পবিত্র কোরআনে নামাজের আদেশ করা হয়েছে কখনো বহুবচনের শব্দে। যেমন—পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ৪৩)

একই সুরার অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তোমরা নামাজ কায়েম করো ও জাকাত আদায় করো এবং (স্মরণ রেখো) তোমরা যেকোনো সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যেকোনো কাজ করো আল্লাহ তা দেখছেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১১০)

নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, 'ওহির মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো ও নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর জিকিরই সবচেয়ে বড়। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

লোকমান হাকিম (রহ.) তাঁর সন্তানকে নানা বিষয়ের উপদেশ দানের কথা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। প্রিয় সন্তানকে প্রদত্ত অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ছিল নামাজের ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'হে বৎস, নামাজ কায়েম করো, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর করো। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।' (সুরা লুকমান, আয়াত : ১৭)

এই আয়াতেও নামাজের আদেশ করা হয়েছে। 'নিশ্চয় এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।' কেউ কেউ এই আয়াতের অর্থ করেছেন, 'এগুলো বাধ্যতামূলক

বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এ বিষয় তিনটি তোমাদের প্রতি অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো ঐচ্ছিক ব্যাপার নয় যে পালন না করলেও চলবে। বরং এগুলো নিজের দ্বিন ও মানবিক পূর্ণতা বিধানের জন্য অবশ্য পালনীয় হুকুম।
কোরআন-হাদিসে ইসলামী বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষদের সম্বোধন করেই আদেশ করা হয়। যাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সেই সব বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতদসত্ত্বেও পবিত্র কোরআনে নারীদের সম্বোধন করে নামাজ কায়েম করা এবং জাকাত প্রদান করার আদেশ করা হয়েছে। নবীপত্নীদের বিশেষভাবে সম্বোধন করে সব নারীর উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে নবী পত্নীরা, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে, সে লালসায় পড়বে। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলো এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না। এবং নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায় করো। আল্লাহ। ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের উত্তমভাবে পবিত্র করতে।' (সুরা আহজাব, আয়াত : ৩২-৩৩)
আল্লাহ তাআলা সবাইকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আল্লাহর আদেশ তথা নামাজ পড়ার তাওফিক দিন।

## ৭.নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

**সালাত আদায় স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা বালেগ-বালেগা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ সালাত আদায়ে আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী নগদ কল্যাণও আছে।**
**কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,**

ক. “নামাযীরা পাবে জান্নাতে সম্মানজনক আসন যারা নিজেদের সালাত হেফাযত করে, (পরকালে) তারা (অতীব) মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।” (সূরা ৭০; মা'আরিজ ৩৪৩৫)।

খ.সালাতের কারণে অপরাধ থেকে আল্লাহ নিজেই তাদেরকে হেফাযতে রাখেন। “নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা ২৯; আনকাবুত ৪৫)

গ. সালাত আদায়কারীরা সফলতা লাভ করে ফেলেছে, “ঐসব মুমিন বান্দারা নিশ্চিত সফলতা লাভ করে ফেলেছে, যারা তাদের সালাতে (খুশু-খুযূ ও) বিনয়াবনত থাকে” (সূরা ২৩; মুমিনূন ১-২)। এখানের আয়াতে ‘ফালাহ' শব্দের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বুঝানো হয়েছে।

ঘ. সালাত হলো এক উত্তম যিকির।আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। “যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরই (মানুষের) অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করে।” (সূরা ১৩; রা’দ ২৮)

ঙ.ইহ ও পরকালের কাজকর্মের সহায়ক হলো সালাত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে বলেছেন, “(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা!) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও।” (সূরা ২; বাকারা ৪৫)। এ জন্য যখন কোন সমস্যা আসতো বা বড় বড় কাজ আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

চ.এ আমলের মধ্যে রুযী-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ । "তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি (নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১৩২)

ছ. ঈমান ও কাজকর্মে দৃঢ়তা এনে দেয় সালাত।

"(আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীরু জীব হিসেবে, যখন তার ওপর কোন বিপদ আসে তখন সে ঘাবড়ে যায়, (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা সালাত আদায় করে। যারা নিজেদের সালাতে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে।" (সূরা ৭০; মাআরিজ ১৯-২৩)

) হাদীস শরীফে আছে,

(১) প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।(বুখারী: ৫২৮)

(২) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়। (মুসলিম: ২৩৩)

(৩) কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তার পাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরে যায়। (সহীহ তারগীব: ৩৫৬

(৪) যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে।বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না। (সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।

(৫) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)।

(৬) সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।

(৭) যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(৮) জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)

(৯) নবী (স) তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে (সালাতের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদ দাও। (সহীহ তারগীব: ৩১০) (১০) যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করে তাহলে তার নাম ইল্লিয়্যিনে লেখা হয়। (সহীহ তারগীব: ৩১৫)

(১১) যে লোক এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকে যেন তার কলব মসজিদের সাথে ঝুলে আছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দেবেন। (বুখারী: ৬৬০)

(১২) মসজিদ হলো প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ লোকের ঘর। যে ব্যক্তির ঘর হবে মসজিদ, সেই ব্যক্তির জন্য রয়েছে আরাম, দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের পথে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে পুলসিরাত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন (সহীহ তারগীব: ৩২৫)।

(১৩) ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের ফযীলত দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম (মুসলিম)। তাহলে ভেবে দেখুন, ফজরের ২ রাকআত ফরজের ফযীলত কত হতে পারে!

(১৪) যেসব লোককে জান্নাতে নেবেন বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নামাযীরা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।(আবু দাউদ)

(১৫) সালাত কিয়ামতের দিন বান্দার ঈমানের দলীল হয়ে যাবে। বান্দা তখন তার সামনে নূর ও জ্যোতি দেখতে পাবে।

**(১৬) সালাতে সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহর একদম কাছে চলে যায়।(মুসলিম)।**

**(১৭) সালাত হলো বান্দার মন্দ কাজের কাফফারা যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (মুসলিম)**

**(১৮) সালাত আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হিসেবে গৃহীত।(বুখারী)**

**(১৯) সালাত হলো নয়ন জুড়ানো ও চক্ষু শীতলকারী ইবাদত। (নাসাঈ)**

**(২০) সালাত হলো আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (সূরা আনকাবুত ৪৫), যা মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।**

**(২১) সালাত ইহকালীন জীবনে এবং পরকালের জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাদানকারী ইবাদাত। (মুসলিম)। [বাকি ফযীলত দেখুন, জামাআতে সালাত (২.১২ নং) পরিচ্ছেদে ।**

## ৮.পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেভাবে এলোঃ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে।’ (সুরা-২৯ আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)।

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘হুজুরে কলব (হৃদয়ের উপস্থিতি) ব্যতীত নামাজ প্রকৃত নামাজ হয় না।’ (ফিকহুর রিজা)। হুজুর অর্থ উপস্থিতি, হাজির অর্থ উপস্থিত, কলব মানে দিল, হৃদয়, মন। সফল মুমিনদের পরিচয় পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে, ‘ওই সকল বিশ্বাসীগণ সফল, যারা তাদের নামাজে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়।’ (সুরা-২৩ মুমিনুন, আয়াত: ১-২)।

প্রিয় নবীজি (সা.)–এর মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ চূড়ান্তভাবে ফরজ হয়েছিল। নামাজ মুমিনের মিরাজ। নামাজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মিরাজে আল্লাহর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)–এর সংলাপের বিশেষ অংশ ‘তাশাহহুদ’ বা আত্তাহিয়্যাতু।

নবী করিম (সা.) আল্লাহর কুদরতি দরবারে আরশে আজিমে উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘আমার সকল মৌখিক ইবাদত, সকল শারীরিক ইবাদত ও সকল আর্থিক ইবাদত আল্লাহ তাআলার জন্য।’

উত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন, ‘হে নবী (সা.)! আপনার প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত, দয়া, করুণা ও তাঁর বরকত অবতীর্ণ হোক।’ প্রতি উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি।’

এটা শুনে ফেরেশতারা বললেন, ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এক আল্লাহ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো মাবুদ বা উপাস্য নাই, আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই হজরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসুল।’ (মুসলিম শরিফ)।

নামাজের মধ্যে পবিত্র কোরআনের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করা অন্যতম প্রধান ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা পাঠ করো কোরআন থেকে যা তোমাদের জন্য সহজ হয়।’ (সুরা-৭৩ মুয্যাম্মিল, আয়াত: ২০)।

সুরা ফাতিহা হলো ‘উম্মুল কোরআন’ বা কোরআনের জননী। নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা বিশেষভাবে ওয়াজিব।

## ৯.নামাজের মূল উদ্দেশ্যঃ

নামাজের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর স্মরণ। আল্লাহ তাআলা কোরআন কারিমে বলেন, 'আর তোমরা আমার স্মরণোদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করো। ' (সুরা-২০ তহা, আয়াত: ১৪)। নামাজ ইসলামের মূল পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম

## ১০.নামাজ পড়া কেন গুরুত্বপূর্ণ

নামাজ একটি দৃশ্যমান ইবাদত, নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে হজরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে, নামাজ মোমিনদের জন্য বেহেস্তের চাবি। নামাজকে মুসলমানদের জন্য মিরাজ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নামাজ আদায় এবং প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত আছে, হাদিসে আছে নামাজকে দ্বীনের স্তম্ভ বলা হয়েছে।

# ১১.কুরআন ও হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:---
নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ বেহেশতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার।
মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করার পর মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করা। তাঁকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁকে রব বা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। রাযযাক বা রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কুরআন মাজীদকে তাঁর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস করা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।
ঈমানের আনয়েনের পর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যে খালিক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করা। যে রাযযাক রিযিক প্রদান করেন তাঁর আদেশ পালন করা। যে রব লালন পালন করেন তাঁর ইবাদত করা। আমরা যেহেতু আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করেছি অর্থাৎ প্রধান দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু আমাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদাত করা। ইবাদাত দুইভাবে করতে হয়। এক. শরীরের মাধ্যমে। দুই. অর্থসম্পদের মাধ্যমে।
যে সমস্ত ইবাদত করতে শরীরের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত ইবাদাত হল— শারীরিক ইবাদাত, যেমনঃ নামাজ ও রোজা। নামাজ পড়তে অর্থ সম্পদ, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনার প্রয়োজন হয় না; বরং নামাজ পড়তে শরীর লাগে (দাঁড়াতে হয়, রুকু করতে হয়, মাথাটা জমিনে লাগিয়ে সিজদা করতে হয়, ওঠা-বসা করতে হয় ইত্যাদি)। অনুরূপ রোজার বিষয়টিও (রোজা রাখতে হলে

নিজ উদরকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হয়)। এসব হচ্ছে শারীরিক ইবাদাত।

আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়। যেমন: যাকাত ও দান-সাদকা (যাকাত প্রদান করতে টাকা-পয়সা, সোনা-দানার প্রয়োজন হয়। দান সাদকা করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়)।

এভাবে শারিরীকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়। আবার অর্থ -সম্পদের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হয়। উভয় ধরনের ইবাদাত করা আমাদের উপর ফরজ।

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

সম্মানিত হাযিরিন, শারীরিক ইবাদাতসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা দু'চারবার নয়, প্রায় আশিবার নামাজের আলোচনা করেছেন। কখনো আমাদেরকে নামাজের আদেশ করেছেন। কখনোবা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজ না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ মুমিন- মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী।নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ গোনাহ মোচনকারী। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ দলীল। নামাজ নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার। নামাজ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সোপান। নামাজ মুমিনের মেরাজ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামাজ ফরজ করেছেন। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।

প্রিয় হাযিরিন, শরীয়তে ইসলামে নামাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যে, যেকোনো উপায়ে আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে। ইসলামে সবকিছুর বিকল্প আছে কিন্তু নামাযের কোনো বিকল্প নেই। এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকবে, যতদিন হুঁশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ ছাড়ার ও কাযা করার কোনো সুযোগ নেই।

একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

(১) নামাজ পড়তে অযু লাগে। আর অযু করতে পানি লাগে। ধরুন, আপনি এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে অযু করার মতো পবিত্র পানি খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনি কী করবেন? অযুর জন্যে পানি পাচ্ছেন না বলে নামাজ ছেড়ে দিবেন? না, কখনো না। সে অবস্থায় আপনাকে অযুর বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে। শরীয়ত অযুর বিকল্প তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছি কিন্তু নামাজের বিকল্প কিছু দেয় নি।

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ বেহেশতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টি করার পর মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করা। তাঁকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেওয়া। তাঁকে রব বা পালনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। রাযযাক বা রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কুরআন মাজীদকে তাঁর পক্ষ হতে নাযিলকৃত কিতাব বলে বিশ্বাস করা। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ইত্যাদি।

ঈমানের আনয়েনের পর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, যে খালিক সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করা। যে রাযযাক রিযিক প্রদান করেন তাঁর আদেশ পালন করা। যে রব লালন পালন করেন তাঁর ইবাদত করা। আমরা যেহেতু আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনয়ন করেছি অর্থাৎ প্রধান দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু আমাদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে ইবাদাত করা। ইবাদাত দুইভাবে করতে হয়। এক. শরীরের মাধ্যমে। দুই. অর্থসম্পদের মাধ্যমে।

যে সমস্ত ইবাদত করতে শরীরের প্রয়োজন হয় সেসমস্ত ইবাদাত হল— শারীরিক ইবাদাত, যেমনঃ নামাজ ও রোজা। নামাজ পড়তে অর্থ সম্পদ, টাকা-পয়সা, সোনা-গহনার প্রয়োজন হয় না; বরং নামাজ পড়তে শরীর লাগে (দাঁড়াতে হয়, রুকু করতে হয়, মাথাটা জমিনে লাগিয়ে সিজদা করতে হয়, ওঠা-বসা করতে হয় ইত্যাদি)। অনুরূপ রোজার বিষয়টিও (রোজা রাখতে হলে নিজ উদরকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হয়)। এসব হচ্ছে শারীরিক ইবাদাত।

আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো সম্পাদন করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়। যেমন: যাকাত ও দান-সাদকা (যাকাত প্রদান করতে টাকা-পয়সা, সোনা-দানার প্রয়োজন হয়। দান সাদকা করতে অর্থসম্পদের প্রয়োজন হয়)।

এভাবে শারিরীকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হয়। আবার অর্থ -সম্পদের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হয়। উভয় ধরনের ইবাদাত করা আমাদের উপর ফরজ।

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

সম্মানিত হাযিরিন, শারীরিক ইবাদাতসমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হচ্ছে নামাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা দু’চারবার নয়, প্রায় আশিবার নামাজের আলোচনা করেছেন। কখনো আমাদেরকে নামাজের আদেশ করেছেন। কখনোবা নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজের উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোথাও নামাজ না পড়ার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

নামায দ্বীনের খুঁটি। নামাজ মুমিনের নূর। নামাজ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। নামাজ জান্নাতের চাবি। নামাজ মুমিনের পরিচয়। নামাজ মুমিন- মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী।নামাজ চেহারার উজ্জ্বলতা। নামাজ গোনাহ মোচনকারী। নামাজ দিলের নূর। নামাজ শরীরের আরাম। নামাজ সুস্বাস্থ্যের কারণ। নামাজ কবরের সঙ্গী। নামাজ দলীল। নামাজ নাজাতের কারণ। নামাজ আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম। নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নামাজ দোযখের প্রতিবন্ধক। নামাজ দোয়া কবুলের মাধ্যম। নামাজ অত্যাধিক নেক অর্জনের হাতিয়ার। নামাজ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সোপান। নামাজ মুমিনের মেরাজ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামাজ ফরজ করেছেন। আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজেরই হিসাব হইবে।

প্রিয় হাযিরিন, শরীয়তে ইসলামে নামাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যে, যেকোনো উপায়ে আপনাকে নামাজ পড়তেই হবে। ইসলামে সবকিছুর বিকল্প আছে কিন্তু নামাযের কোনো বিকল্প নেই। এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকবে, যতদিন হুঁশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ ছাড়ার ও কাযা করার কোনো সুযোগ নেই।

একটু ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

(১) নামাজ পড়তে অযু লাগে। আর অযু করতে পানি লাগে। ধরুন, আপনি এমন এক জায়গায় আছেন যেখানে অযু করার মতো পবিত্র পানি খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আপনি কী করবেন? অযুর জন্যে পানি পাচ্ছেন না বলে নামাজ ছেড়ে দিবেন? না, কখনো না। সে অবস্থায় আপনাকে অযুর বিকল্প হিসেবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে। শরীয়ত অযুর বিকল্প তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছি কিন্তু নামাজের বিকল্প কিছু দেয় নি।

(২) নামাজ পড়তে পাক কাপড় লাগে। পাক কাপড়ের ব্যবস্থা করতে সম্ভব না হলে নাপাক কাপড় পড়ে যথাসম্ভব ধুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৩) নামাজ পড়তে জায়গা পাক লাগে। আল্লাহ তায়ালা পাক জায়গার অভাব রাখেন নি। কবর ও বাথরুম-টয়লেট ব্যাতিত পুরো জমিনটাই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: দুই পা, দুই হাটু, দুই হাতের তালু ও কপাল এবং নাক রাখার জায়গাটুকু পবিত্র হলেও নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(৪) সতর ঢেকে নামাজ আদায় করতে হয়। সতর ঢাকার মতোও কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় নির্জনস্থানে নামাজ আদায় করতে হবে। কাপড় নেই বলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

(৫) জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হয়। জামাতে আসার সুযোগ না হলে ঘরে থাকলে ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। দোকানে থাকলে দোকানে। অফিসে থাকলে অফিসে। ক্ষেত-খামারে থাকলে খেত খামারে নামাজ আদায় করতে হবে।

(৬) কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতে হয়। আপনি এমন এক অজানা অচেনা জায়গায় গেলেন যেখানে যাওয়ার পর আপনি কিবলা সনাক্ত করতে পারছেন না। তখন সময় আপনাকে মনের সাথে বুঝাপড়া করে অর্থাৎ আপনার মনের ঝোঁক যেদিকে প্রবল হবে সেদিকটাকে কেবলা ধরে নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও কেবলা চিনি না এ অজুহাতে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৭) ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে হয়। ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করতে না পারলে পরে কাযা আদায় করতে হবে তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না।

(৮) ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করতে হয়। হাঁটুতে, পায়ে বা কোমরে ব্যথা হওয়ার কারণে যদি দাড়ানোর মত ক্ষমতা না থাকে। তাহলে বসে বসে নামজ আদায় করতে হবে। আর যদি বসার ও সুযোগ না থাকে তাহলে শুয়েশুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। তবুও দাঁড়াতে পারিনা, বসতে পারিনা এই অজুহাতে নামাজ কাযা করা যাবে না।

(৯) নামাজে কেরাত পড়তে হয়। সূরা পড়তে হয়। দেখেন আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে কত সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন নি যে বান্দা! নামাজে সুরা বাকারার মতো লম্বা সূরা দিয়ে নামাজ আদায় করো। আল্লাহ

তায়ালা বলেন নি, সুরা আলে ইমরান বা সূরা ইয়াসিন দিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে অন্যথায় নামাজ হবে না। এরকম কঠিন বিধান দেন নি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

فاقرءو ما تيسر من القرأن

বান্দা কুরআনের যেখান থেকে তোমার সহজ লাগে সেখান থেকে নামাযে পাঠ করো। শুধু তাই নয় রাব্বুল আলামিন আপনার আমার সহজতার জন্যে সূরা কাউসারের মতো মাত্র তিন আয়াত দিয়ে চল্লিশটা অক্ষর দিয়ে সূরা নাজিল করেছেন। চার আয়াত দিয়ে সুরা ইখলাস নাযিল করেছেন। সুতরাং সুরা কেরাত পারি না এই ছুতানাতা দিয়ে নামাজ ছাড়া যাবে না।

(১০) সফর অবস্থা একটি কঠিন অবস্থা। সফরে গেলে একটা রাত কাটাতেও টাকার প্রয়োজন হয়। এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেও টাকা দিয়ে কিনে খেতে হয়। একটু প্রস্রাব করতে হলেও টাকা দিয়ে করতে হয়। সেজন্যে নামাজ পড়তে বান্দার কষ্ট হয় বিধায় আল্লাহ তায়ালা নামাজ কসর করার অনুমতি দিয়েছেন অর্থাৎ সফর অবস্থায় বান্দা চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।

দেখুন, সফরে গেলে ফরজ রোজা রাখা বা না রাখার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু নামাজ ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং এবার বুঝুন আপনার আমার উপর নামাজের গুরুত্ব কী পরিমাণ।

কুরআন হাদিসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

প্রিয় ভাই!

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن ف
سدت فقد حاب وخسر.

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজের হিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমার কয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা? কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালা আপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজ পড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও। যদি সঠিকভাবে নামাজের হিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস

من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ونجاة وبرهانا وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي ابن خلف

.

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতের ব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কারুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে। —মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

উলামায়ে কেরাম বলেন,

ধন সম্পদের কারণে যারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলো তাদের হাশর হবে কারুনের সাথে। নেতৃত্ব ও রাজনীতির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে ফেরাউনের সাথে।

চাকরি বাকরির কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে হামানের সাথে। ব্যবসা বাণিজ্যর কারণে যারা নামাজ পড়েনি তাদের হাশর হবে উবাই ইবনে খালফের সাথে।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত ফরমান আসমান থেকে হযরত জিবরাইল আ.কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর নামাজ এমন এক মহান ইবাদাত, যা

আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আ কে দিয়ে দুনিয়াতে পাঠান নাই বরং আল্লাহর রাসূল সাহিবে মিরাজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে সাত আসমানের উপর তুলে নিয়ে সেখানে নামাজ ফরজ করেছেন। রোজা ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। যাকাত ফরজ হয়েছে জমিনে আর নামাজ ফরজ হয়েছে আসমানে। অন্যান্য বিধান নাযিল হয়েছে ফেরেশতার মাধ্যমে আর নামাজের বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني فرضت علي أمتك خمسَ صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ...ابن ماجة

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। ‘ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম। আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনো ওয়াদা নেই। ( ইবনে মাজাহ ৪৩০) কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাত উঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি, কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন ঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহূর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখন সবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবে একদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে। সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে। তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের দিন ঐ বেনামজীর দল ধরা খেয়ে যাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের বলেন, ৬৮: আল-ক্বলম,:আয়াত: ৪২,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَۙ
(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহবান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না। সূরা কলম আয়াত ৪২

وقد كانوا يدعون الي السجود وهم سالمون ঐসব লোককে নামাজের জন্য ( দৈনিক পাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও নামাজে আসত না। ( সূরা কলম ৪৩)

ঐ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো কোন ভালো মানুষ আসেনা।

ما سلككم في سقر

তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَۙ

আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজির দল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা। (সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪)

## ১২.নামাজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যঃ

**ইসলামের প্রতিটি বিধান ও আমলের মধ্যেই যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। ইসলামে এমন কোনো আমল নেই, যা মুসলমানের জন্য পালন করা কষ্টকর। ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে—কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত। এই পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে নামাজ এবং রোজা ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই ফরজ। তবে হজ ও জাকাতের বিধান শুধু ধনী ব্যক্তিদের জন্য ফরজ। শারীরিক অসুস্থতাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরজ রোজা ভঙ্গ করার হুকুম রয়েছে এবং পরে তা আদায় করে নেওয়া যায়। রোজা ভঙ্গের পর অক্ষম ব্যক্তি ফকির, মিসকিনকে পেট ভরে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে রোজার কাফফারা আদায় করতে পারবেন—এই রকম বিধানও ইসলামে রয়েছে। তবে নামাজের ক্ষেত্রে**

**কাজা করার হুকুম শুধু বিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে এবং নামাজের কোন কাফফারা বা বদলা হয় না। বলা হয়েছে, যদি পানির অভাবে নামাজ কাজা হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে সে যেন তাইয়ামুম করে নামাজ আদায় করে। যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে, সে যেন বসে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। যদি কারো বসে নামাজ পড়তে কষ্ট হয়, সে যেন শুয়ে নামাজ আদায় করে। এমনকি চোখের ইশারায় নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে।**

দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায় কোনো ব্যক্তির জন্য নামাজ না পড়ার বা বাদ দেওয়ার বিধান নেই। জ্ঞানসম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাত্, ইসলামে সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও রয়েছে কিছু নিয়মনীতি। প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ইমান গ্রহণের পর প্রথম ও প্রধান ইবাদত নামাজ। নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথাসময়ে নামাজ আদায় করাও জরুরি। কেননা, পরকালে সব মুসলমানের কাছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তাঁর পরবর্তী সব হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

নামাজ আদায়ে দায়সারা ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রেখে পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘সেই সব মুমিন সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়াবনত থাকে।’ —(সুরা মুমিনুন, আয়াত :১-২) সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপারে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন, ‘যখন তুমি নামাজে দণ্ডায়মান হবে, তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।’ (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ৫২২৬) এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি

আপনি তাকে দেখতে না পান, তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে) তিনি অর্থ্যাত্ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।

প্রতিদিন সিজদা দিয়ে বান্দা এটিই প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করে না। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে কোনো দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাত্ করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো।' নামাজের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে, নামাজের সময় সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। সবাই আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে প্রকাশ্যে মাথা নত করে। এটিই নামাজের আসল সৌন্দর্যের প্রতিফলন।

## ১৩.নামাজের মধুরতাঃ

নামাজ হল সর্বোত্তম ইবাদত। যখন কেউ নামাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে সালাম ফেরায়(তাসলিম) তখন সে নিশ্চিত ভাবেই এক প্রশান্তি লাভ করে। ইবনে আল যাওজী নামাজের ব্যাপারে বলেন: "আমরা এমন এক উদ্যানে অবস্থান করি যেখানে আমাদের খাদ্য হল খুশু আর পানীয় হল অশ্রু" যে নামাজে পূর্ণভাবে আরাধনা করে তার আত্মা তার কাছে আর থাকেনা; যেমন ইবনে তায়মিয়্যাহ বলেন, তার রুহ আসলে আল্লাহর আরশের তাওয়াফ করতে থাকে।

কেউ একথা বলতে পারেন যে এরাতো আগের জামানার মানুষ, এখন কেউ এরকম অনুভব করেন না। কিন্তু এ কথা মোটেও সত্য নয়; যে কেউ নামাজের এই অমৃতসুধার সন্ধান পেতে পারে, আর এর জন্য দরকার নামাজের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং খুশু অর্জনের রহস্য উন্মোচন করা। আর এর মাধ্যমেই নামাজ হতে পারে আমাদের সব কিছুর সমাধান; সব দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি ও

হতাশার ঔষুধ, এমন কিছু যার মাঝে আমরা পরম প্রশান্তি লাভ করি; এমন কিছু যা আমরা চাই কখনও শেষ না হোক।

চলুন তাহলে শুরু করি রহস্য উন্মোচন এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথন।

**১)** প্রথমত আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো খুশু সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। খুশু মানে শুধু এই না যে আপনি খুবই কষ্ট করে এমন মনোনিবেশ করেছেন যে আপনাকে আর ভিন্নমুখী করা সম্ভবই নয়। একাগ্রত হৃদয় বা মন হল খুশুর প্রথম স্তর। অনেকটা এরকম যে আপনি কেবল একটি বাড়ির দরজা খুলেছেন, এখনো পুরো বাড়িটা দেখা বাকি আছে। খুশুর গভীরতা অসীম। অনেকেরই এটা মনে হয় যে মনকে একাগ্রত করা, নিজের চিন্তা চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন কাজ। এই ধারনাকে নির্মূল করতে নামাজে আসার সময়ই আমাদের নামাজের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসতে হবে। ধরা যাক আমাদের প্রতি নামাজে ১০ মিনিট সময় লাগে। মানে দিনে ৫০ মিনিট; এক ঘন্টাও না। বাকি তেইশ ঘন্টা আমার দুনিয়ার জন্য। এই পঞ্চাশটা মিনিটও কী আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য দিতে পারিনা? এইটুকু সময়েও কী আমরা দুনিয়ার জিনিস নিয়ে ভাববো?

নামাজ শুরুর আগে এই কথা গুলো মনে মনে ভাববেন, যাতে আমাদের নফস আমাদের এই বলে ধোঁকা দিতে না পারে যে "নামাজে মনোযোগ দেয়া খুবই কঠিন"-কারণ এটা খুবই সম্ভব একটা কাজ; মনে রাখা উচিত আল্লাহর সামনে দাড়ানোর আনন্দ/মিষ্টতা দুনিয়ার যেকোনো প্রলোভনের চেয়ে অনেক অনেক আকাঙ্ক্ষিত, অনেক সুখের শুধু একবার তা অনুভব করলে আর কিছুতেই মন উদাস হবে না।

## ১৪.নামাজের গভীরতাঃ

নামাজের আসল স্বাদ আস্বাদনের অন্যতম একটি উপায় হলো; নামাজ বুঝে বুঝে পড়া। কী তিলাওয়াত করা হছে তা বোঝা ও তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। ঐ প্রোগ্রামটিতে, মিশারী আল-খারাজি বলছিলেন: "চলুন পরিচয় করিয়ে

দেই নামাজে আপনার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগীকে।" জানেন কাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন?

মসজিদের একটি স্তম্ভ(pillar)কে! জি হ্যাঁ, মসজিদের মাঝে দাড়িয়ে থাকা স্তম্ভ। যেকোনো স্তম্ভ; তা সে বাড়িতেই হোক, অফিসে হোক আর মসজিদেই হোক তা আপনার প্রতিযোগী কেন?

কারণ যদি আপনি নামাজে দাড়িয়ে থাকেন, স্তম্ভ আপনার চেয়ে বেশি সময় দাড়িয়ে থাকে। যখন সিজদা করেন, আপনার চেয়ে বেশি সময় ধরে সিজদাহ করে সেই স্তম্ভ। যখন তাসবীহ পরেন, এটা আপনার চেয়ে অনেক বেসি তাসবীহ পড়ে। কিভাবে? আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন: "তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব জিনিসই। এমন কোনো জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তন বুঝতে পারো না।" [সুরা বাণী ইসরাইল ১৭:৪৪]

এবং "তুমি কি দেখো না আল্লাহর সামনে সিজদানত, সবকিছুই যা আছে আকাশে ও পৃথিবীতে- সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছপালা, জীবজন্তু এবং বহু মানুষ ও এমন বহু লোক যাদের প্রতি আযাব অবধারিত হয়ে গেছে? আর যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত ও হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই আল্লাহ যা কিছু চান তাই করেন।" [সুরা হাজ্জ ২২:১৮]

## ১৫.নামাজে সাহাবাদের মনোযোগ যেমন ছিলঃ

(জিট : ৭৪৮৪)

নামাজে দাঁড়িয়ে মুসল্লিরা মূলত মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথন করেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!' (বোখারি : ৪১৩)। আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে কতটা ভয় ও মনোযোগী হওয়ার দরকার নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারেন! সাধারণ দুনিয়ার

রাজা-বাদশার সামনে কথা বললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়! সে তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা- আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আমাদের অবস্থা কেমন হওয়া চাই! অবশ্যই মনোযোগের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। তাঁর প্রতি মনোনিবেশ রাখতে হবে।

সাহাবারা নবীজির কাছে নামাজ আদায়ের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের উপায় শিখেছিলেন। ঘরে-বাইরে, যুদ্ধের ময়দান- সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দিয়েছেন তারা। এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায় রাখতেন।

হজরত তালহা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। একবার নামাজের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি হওয়ায় তিনি তার প্রিয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, আবু তালহা আনসারী (রা.) একবার তার এক বাগানে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখি উড়তে শুরু করল (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না), তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুব ভালো লাগল।

ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। তারপর পুনরায় নামাজের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতে পারছিলেন না, নামাজ কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এই সম্পদ যেন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে!

হজরত তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! যে সম্পদ আমার নামাজের মনোযোগ কেড়ে

নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্য দান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন।' (মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২১৪)

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- হজরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন আমাদের এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ওই মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মোহাম্মদের কোনো সাথীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। তখন সে নবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নবী (সা.) এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাকবে। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে মুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী সাহাবি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ে মশগুল হয়ে পড়েন। এমন সময় ওই লোকটি এসে দূর থেকেই আনসারী সাহাবিকে দেখে চিনে ফেলল।

সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তার প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার শরীরে এসে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। মুশরিক ব্যক্তি একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তিনি রুকু-সেজদা করে (যথারীতি নামাজ শেষ করে) সাথীকে জাগালেন।

মুহাজির সাহাবি জেগে উঠে তার রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাজে) এমন একটি সুরা তেলাওয়াত করছিলাম, যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি।' (আবু দাউদ : ১৯৮)

সাহাবায়ে কেরামের নামাজের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের নামাজ ছিল সত্যিকার অর্থেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আমাদের নামাজও যেন হয় এমন মনোযোগ বা খুশু-খুজুর অনুভূতিতে পূর্ণ। যারা এমন নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাদের জন্য সফলতার সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, 'সফলকাম ওই সব মুমিন, যারা তাদের নামাজে খুশু-খুজু (পূর্ণ মনোযোগ) অবলম্বন করে।' (সুরা মুমিনুন : ১-২)

## ১৬.নামাজে খুশূ খুজূ হাসিল হাসিল হবে যেভাবেঃ

নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে খুশু-খুজু তথা নামাজে একাগ্রতা খুবই জরুরি জিনিস। খুশু-খুজুকে বলা যেতে পারে নামাজের প্রাণ। তবে অনেক নামাজিই এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এর প্রতিকারে ইমাম গাজালি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি ছয়টি বিষয়ের কথা বর্ণনা করেন, যা না থাকলে নামাজে মনোযোগী হওয়া যায় না।

**১.** নামাজে 'হুজুরে দিল' বা একাগ্র থাকা; এটি নামাজের প্রাণ। এমনভাবে নামাজ পড়তে হবে যেন আল্লাহ আমাকে দেখছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো এমনভাবে যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি যেন তোমাকে দেখছেন।' (বুখারি, হাদিস : ৫০; মুসলিম, হাদিস : ৮)

নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কল্পনা ধরে রাখার অনুশীলন করুন যে 'আল্লাহ আমাকে দেখছেন'। এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নামাজ শেষ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। রাসুল (সা.) বলেন, 'যে সুন্দরভাবে অজু করে, অতঃপর মন ও শরীর একত্র করে একাগ্রতার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে যে নামাজে ওয়াসওয়াসা স্থান পায় না), তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়)।' (নাসাঈ, হাদিস : ১৫১; বুখারি, হাদিস : ১৯৩৪)

**২.** নামাজে যা কিছু পাঠ করা হয়, তা বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার চেষ্টা করুন। এটি অন্তরের উপস্থিতিকে আরো দৃঢ় করে। অন্তত সুরা ফাতিহা ও তাসবিহগুলোর

অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন তিলাওয়াত করো।’ (সুরা : মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ৪)
রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিটি সুরা তারতিলসহকারে তিলাওয়াত করতেন। (মুসলিম, হাদিস : ৭৩৩, তিরমিজি, হাদিস : ৩৭৩)

**৩.** নামাজে আল্লাহর প্রতি ‘তাজিম’ বা ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, ‘তোমরা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও বিনীতভাবে।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৩৮) কাজেই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করুন। আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘নিকৃষ্টতম চোর হলো সেই ব্যক্তি, যে নামাজে চুরি করে।’ জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! নামাজে কিভাবে চুরি করে? তিনি বলেন, ‘যে রুকু-সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না।’ (মুসনাদ আহমাদ, মিশকাত, হাদিস : ৮৮৫)

**৪.** নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন। ভাবুন, এই নামাজই হয়তো বা আপনার জীবনের শেষ নামাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকে বলেন, ‘যখন তুমি নামাজে দণ্ডায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।’ (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ৫২২৬)

**৫.** নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কল্যাণ আশা করুন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৪৫)
এই বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ আমার প্রতিটি প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ালে সে মূলত তার প্রভুর সঙ্গে কথোপকথন করে। তাই সে যেন দেখে, কিভাবে সে কথোপকথন করছে।’ (মুসতাদরাক হাকেম, সহিহুল জামে হাদিস : ১৫৩৮)

**৬.** নামাজে নিজের গুনাহর কথা চিন্তা করে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা ভেবে নিজের মাঝে ‘হায়া’ বা লজ্জাশরম নিয়ে আসুন। দণ্ডায়মান অবস্থায় একজন অপরাধীর মতো মস্তক অবনত রেখে এবং দৃষ্টিকে সিজদার স্থানের

দিকে নিবদ্ধ রাখুন। রাসুলুল্লাহ (সা.) (দাঁড়ানো অবস্থায়) সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখতেন। (তাফসিরে তবারি : ৯/১৯৭)

ওপরের ছয়টি বিষয় অনুসরণ করলে নামাজে মনোযোগ তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি নামাজের সময় হলে সুন্দরভাবে অজু করে এবং একাগ্রতার সঙ্গে সুন্দরভাবে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করে, তার এ নামাজ আগের সব গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এ সুযোগ তার সারা জীবনের জন্য।' (মুসলিম, হাদিস : ২২৮)

## ১৭.নামাজের প্রভাবঃ

**নামাযের আদ্যোপান্ত নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, নামায কত বড় প্রভাবক বিষয়। মুমিন যদি সচেতনভাবে নিয়মিত নামায আদায় করে, তাহলে অবশ্যই নামায তাকে ভেতরে-বাইরে উন্নত থেকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাবে। নামাযের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন :**

**এক. নামায হচ্ছে পবিত্রতা**

নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। তাহলে নামায আদায়ের শুরু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেনÑ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَي الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓي اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে ওঠো তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধৌত করবে। তোমাদের মাথায় মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ (ধৌত করবে)। আর যদি গোসল জরুরি এমন নাপাক অবস্থায় থাক, তাহলে সমধিক পবিত্রতা অর্জন করবে (গোসল করবে)। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা স্ত্রী সহবাস কর; অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করবে; তা দ্বারা

নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনোরূপ কষ্ট আরোপ করতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর দান পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা শোকর কর। Ñসূরা মায়েদা (৫) : ৬

ওযু-গোসলের বিধান পবিত্রতার জন্য। তবে এর মাধ্যমে যে পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয় তা তো খুবই স্পষ্ট। ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হচ্ছে মিসওয়াক, যা ওযুর সময় আরো তাকীদপূর্ণ। মিসওয়াকের তাৎপর্য উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছেÑ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা (পরিচ্ছন্নতা) ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়। Ñসুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫

আমরা জানি, মানুষের উন্নত জীবনের অনুষঙ্গগুলোর একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী জীবনধারায় তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইসলামে ফরজ-নফল সবধরনের নামাযে পবিত্রতা অপরিহার্য। আর আগে বলা হয়েছে, ওযু-গোসলের বিধানের অন্যতম সুফল ও তাৎপর্য হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। কাজেই নিয়মিত নামায আদায়কারী যখন নিজেকে পাক-পবিত্র রাখবে তখন এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার স্বভাবও তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, পবিত্রতা সাধারণ পরিচ্ছন্নতার চেয়ে উন্নত বিষয়। ইসলামে পবিত্রতার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ন্যূনতম সুফলটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, যা সভ্য জীবনের অতি বড় অনুষঙ্গ।

পবিত্রতার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতাই নয়, পাপের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে পবিত্রতার এই সুফল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْه مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

কোনো মুমিন বান্দা যখন ওযু করে, ওযুতে সে যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে পানির সাথে ঐসব গোনাহ ঝরে পড়ে, যার দিকে সে দুই চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। এরপর যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন দুই হাত থেকে পানির সাথে ঐসকল গোনাহ ঝরে পড়ে, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। এরপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে ঐসকল গোনাহ বের হয়ে যায়, যার মধ্যে সে পা দিয়ে চলেছিল। পরিশেষে সে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

উসমান ইবনু আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَظْفَارِه. تَحْتِ مِنْ تَخْرُجَ حَتَّى جَسَدِه، مِنْ خَطَايَاهُ خَرَجَتْ الْوُضُوءَ، فَأَحْسَنَ تَوَضَّأَ مَنْ

যে ওযু করে ও উত্তমরূপে ওযু করে, তার শরীর থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ.

আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ের দিকে নির্দেশনা দেব না, যারা দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহসমূহ মুছে দেবেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করবেন?

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন, কষ্টের সময়গুলোতে পূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা। এই হচ্ছে 'সীমান্ত প্রহরা'। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫১

সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه، إِلاَّ فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে ওযু করে বলবেÑ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه.

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

তিরিমিযীর বর্ণনায় এই দুআয় কালেমায়ে শাহাদাতের সাথে এই কথাটুকুও আছেÑ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

ইয়া আল্লাহ! আমাকে অধিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। Ñজামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে সুন্নাহ মোতাবেক ওযু করার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাই অর্জিত হয় না, গোনাহের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

**দুই. নামায আল্লাহ তাআলার স্মরণ**

আল্লাহর স্মরণ সকল পুণ্যের চাবিকাঠি, সকল পাপ থেকে বাঁচার উপায়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় বা আল্লাহকে ভুলে যায় তখনই সে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ যত গভীর হবে, ততই তা জীবন ও কর্মকে পরিশীলিত করবে।

নামায হচ্ছে আল্লাহ তাআলার স্মরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেÑ

اِنَّنِیْۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ.

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করবে এবং আমার স্মরণে নামায আদায় করবে। Ñসূরা ত্বহা (২০) : ১৪

বান্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাওহীদ অবলম্বন করা। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আকীদা-বিশ্বাসে সম্পূর্ণরূপে শিরক থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া এবং এক আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে মহিমান্বিত ইবাদত হচ্ছে নামায। বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে নামায আদায় করবে। নামাযেও আল্লাহকে স্মরণ করবে।

এই আয়াতে বর্ণিত সম্বোধন হযরত মূসা আ.-কে লক্ষ করে হলেও কুরআন মাজীদে তা বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদীও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তে নামাযের যে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাতে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর স্মরণে নামায আদায় করতে হবে। এর বাইরেও অন্যান্য সময় আল্লাহর স্মরণে নফল নামায আদায় করা, এমনকি কখনো নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে নামায কাযা হয়ে গেলে চেতন হওয়া মাত্র যখন নামাযের কথা মনে পড়ে তখন পবিত্র হয়ে নামায আদায় করাও এ আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

অন্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেÑ

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

আপনার কাছে যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। আর আল্লাহর স্মরণ তো সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। Ñসূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫

এই আয়াতে নামাযের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নামায নামাযীকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় আর কুরআন মানুষকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদা, নামাযের যিকির ও তাসবীহ নামাযীকে আল্লাহ তাআলার সাথে তার আব্দিয়াতের সম্পর্ক নবায়ন করে দেয়। কাজেই যে নামাযের উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বাণী শ্রবণ করে, সে বুঝতে পারে যে, নামায তাকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ। এটি আরো বড় বৈশিষ্ট্য। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নামাযী মুখ, অন্তর ও গোটা দেহের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণে

নিবেদিত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামায, যা  মন-মস্তিষ্ক, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আলী রা. থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে পঠিত দুআর বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসে সিজদার দুআ সম্পর্কে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় বলতেনÑ

اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَه وَصَوَّرَه، وَشَقَّ سَمْعَه وَبَصَرَه، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্য সিজদা করেছি, আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, আপনারই সামনে অনুগত-সমর্পিত হয়েছি। আমার মুখমণ্ডল তাঁকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, রূপ দান করেছেন, এর চোখ-কান কেটেছেন। প্রভূত বরকতময় আল্লাহ, সকল স্রষ্টার সর্বোত্তম স্রষ্টা। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭১

নামাযে রুকু-সিজদার তাসবীহ ও অন্যান্য রোকনের যিকির-তিলাওয়াতে আল্লাহ তাআলার স্মরণের অত্যন্ত গভীর উপাদান রয়েছে। নামাযী যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্বকে অন্তরে জাগ্রত করবে, ভেতর-বাইরে একাগ্র-একনিষ্ঠ থাকবে, নামায ততই পূর্ণাঙ্গ হবে এবং নামাযের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ততই অর্জিত হতে থাকবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর স্মরণই অভিষ্ট লক্ষ্য এবং এটি ঐ মহান উপাদান, যা মানুষকে দুনিয়া-আখেরাতে মহা কল্যাণের অধিকারী করে এবং চূড়ান্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলাও তাকে স্মরণ করেন। ইরশাদ হয়েছেÑ

فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করব। Ñসূরা বাকারা (০২) : ১৫২

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করার অর্থ, তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহে ভূষিত হওয়া, নূর, হেদায়েত, রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা। আল্লাহ তাআলার এই

মহা অনুগ্রহ যে বান্দার নিজের কর্ম থেকে অনেক অনেক বড় তা তো বলাই বাহুল্য। বান্দাও আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ও বান্দাকে স্মরণ করেন। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বান্দার স্মরণের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান। আল্লাহ তাআলার দয়ায় বান্দা গোনাহ থেকে পাকসাফ হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذلِكَ؟ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِه شَيْئًا، قَالَ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

বর্ষ: ১৯, সংখ্যা: ১১

জুমাদাল উলা-জুমাদাল আখিরাহ

নামাযের আদ্যোপান্ত নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, নামায কত বড় প্রভাবক বিষয়। মুমিন যদি সচেতনভাবে নিয়মিত নামায আদায় করে, তাহলে অবশ্যই নামায তাকে ভেতরে-বাইরে উন্নত থেকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাবে। নামাযের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করুন :

**এক. নামায হচ্ছে পবিত্রতা**

নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। তাহলে নামায আদায়ের শুরু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেনÑ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَي الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤي اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে ওঠো তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধৌত করবে। তোমাদের মাথায় মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ (ধৌত করবে)। আর যদি গোসল জরুরি এমন নাপাক অবস্থায় থাক, তাহলে সমধিক পবিত্রতা অর্জন করবে (গোসল করবে)। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা স্ত্রী সহবাস কর; অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করবে; তা দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনোরূপ

কষ্ট আরোপ করতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর দান পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা শোকর কর। Ñসূরা মায়েদা (৫) : ৬

ওযু-গোসলের বিধান পবিত্রতার জন্য। তবে এর মাধ্যমে যে পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয় তা তো খুবই স্পষ্ট। ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হচ্ছে মিসওয়াক, যা ওযুর সময় আরো তাকীদপূর্ণ। মিসওয়াকের তাৎপর্য উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছেÑ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা (পরিচ্ছন্নতা) ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়। Ñসুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫

আমরা জানি, মানুষের উন্নত জীবনের অনুষঙ্গগুলোর একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী জীবনধারায় তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইসলামে ফরজ-নফল সবধরনের নামাযে পবিত্রতা অপরিহার্য। আর আগে বলা হয়েছে, ওযু-গোসলের বিধানের অন্যতম সুফল ও তাৎপর্য হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। কাজেই নিয়মিত নামায আদায়কারী যখন নিজেকে পাক-পবিত্র রাখবে তখন এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার স্বভাবও তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, পবিত্রতা সাধারণ পরিচ্ছন্নতার চেয়ে উন্নত বিষয়। ইসলামে পবিত্রতার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ন্যূনতম সুফলটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, যা সভ্য জীবনের অতি বড় অনুষঙ্গ।

পবিত্রতার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতাই নয়, পাপের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে পবিত্রতার এই সুফল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْه مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْه كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

কোনো মুমিন বান্দা যখন ওযু করে, ওযুতে সে যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে পানির সাথে ঐসব গোনাহ ঝরে পড়ে, যার দিকে সে দুই চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। এরপর যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন দুই হাত থেকে পানির সাথে ঐসকল গোনাহ ঝরে পড়ে, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। এরপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে ঐসকল গোনাহ বের হয়ে যায়, যার মধ্যে সে পা দিয়ে চলেছিল। পরিশেষে সে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

উসমান ইবনু আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِه.

যে ওযু করে ও উত্তমরূপে ওযু করে, তার শরীর থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ.

আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ের দিকে নির্দেশনা দেব না, যারা দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহসমূহ মুছে দেবেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করবেন?

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন, কষ্টের সময়গুলোতে পূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা। এই হচ্ছে 'সীমান্ত প্রহরা'। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫১

সহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰه إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه، إِلاَّ فُتِحَتْ لَه أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে ওযু করে বলবেÑ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه.

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৪

তিরিমিযীর বর্ণনায় এই দুআয় কালেমায়ে শাহাদাতের সাথে এই কথাটুকুও আছেÑ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

ইয়া আল্লাহ! আমাকে অধিক তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। Ñজামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে সুন্নাহ মোতাবেক ওযু করার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাই অর্জিত হয় না, গোনাহের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

**দুই. নামায আল্লাহ তাআলার স্মরণ**

আল্লাহর স্মরণ সকল পুণ্যের চাবিকাঠি, সকল পাপ থেকে বাঁচার উপায়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় বা আল্লাহকে ভুলে যায় তখনই সে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ যত গভীর হবে, ততই তা জীবন ও কর্মকে পরিশীলিত করবে।

নামায হচ্ছে আল্লাহ তাআলার স্মরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেÑ

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ.

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করবে এবং আমার স্মরণে নামায আদায় করবে। Ñসূরা ত্বহা (২০) : ১৪

বান্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাওহীদ অবলম্বন করা। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আকীদা-বিশ্বাসে সম্পূর্ণরূপে শিরক থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া এবং এক আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে মহিমান্বিত ইবাদত হচ্ছে নামায। বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে নামায আদায় করবে। নামাযেও আল্লাহকে স্মরণ করবে।
এই আয়াতে বর্ণিত সম্বোধন হযরত মূসা আ.-কে লক্ষ করে হলেও কুরআন মাজীদে তা বর্ণনার তাৎপর্য হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদীও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তে নামাযের যে ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাতে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং তাঁর স্মরণে নামায আদায় করতে হবে। এর বাইরেও অন্যান্য সময় আল্লাহর স্মরণে নফল নামায আদায় করা, এমনকি কখনো নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে নামায কাযা হয়ে গেলে চেতন হওয়া মাত্র যখন নামাযের কথা মনে পড়ে তখন পবিত্র হয়ে নামায আদায় করাও এ আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।
অন্য আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেÑ
اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ  اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ  وَ لَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ  وَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.
আপনার কাছে যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। আর আল্লাহর স্মরণ তো সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। Ñসূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫
এই আয়াতে নামাযের দুটো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নামায নামাযীকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় আর কুরআন মানুষকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদা, নামাযের যিকির ও তাসবীহ নামাযীকে আল্লাহ তাআলার সাথে তার আব্দিয়াতের সম্পর্ক নবায়ন করে দেয়। কাজেই যে নামাযের উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বাণী শ্রবণ করে, সে বুঝতে পারে যে, নামায তাকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছে।
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহর স্মরণ। এটি আরো বড় বৈশিষ্ট্য। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, নামাযী মুখ, অন্তর ও গোটা দেহের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণে

নিবেদিত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামায, যা  মন-মস্তিষ্ক, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আলী রা. থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে পঠিত দুআর বৃত্তান্ত সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসে সিজদার দুআ সম্পর্কে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় বলতেনÑ

اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَه وَصَوَّرَه، وَشَقَّ سَمْعَه وَبَصَرَه، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

ইয়া আল্লাহ! আপনারই জন্য সিজদা করেছি, আপনারই প্রতি ঈমান এনেছি, আপনারই সামনে অনুগত-সমর্পিত হয়েছি। আমার মুখমণ্ডল তাঁকেই সিজদা করেছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, রূপ দান করেছেন, এর চোখ-কান কেটেছেন। প্রভূত বরকতময় আল্লাহ, সকল স্রষ্টার সর্বোত্তম স্রষ্টা। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭১

নামাযে রুকু-সিজদার তাসবীহ ও অন্যান্য রোকনের যিকির-তিলাওয়াতে আল্লাহ তাআলার স্মরণের অত্যন্ত গভীর উপাদান রয়েছে। নামাযী যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্বকে অন্তরে জাগ্রত করবে, ভেতর-বাইরে একাগ্র-একনিষ্ঠ থাকবে, নামায ততই পূর্ণাঙ্গ হবে এবং নামাযের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ততই অর্জিত হতে থাকবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহর স্মরণই অভিষ্ট লক্ষ্য এবং এটি ঐ মহান উপাদান, যা মানুষকে দুনিয়া-আখেরাতে মহা কল্যাণের অধিকারী করে এবং চূড়ান্ত অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে।

এখানে আরেকটি বিষয়ও রয়েছে। আর তা হচ্ছে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলাও তাকে স্মরণ করেন। ইরশাদ হয়েছেÑ

فَاذْكُرُوْنِىٓ اَذْكُرْكُمْ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করব। Ñসূরা বাকারা (০২) : ১৫২

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করার অর্থ, তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহে ভূষিত হওয়া, নূর, হেদায়েত, রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা। আল্লাহ তাআলার এই

মহা অনুগ্রহ যে বান্দার নিজের কর্ম থেকে অনেক অনেক বড় তা তো বলাই বাহুল্য। বান্দাও আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ও বান্দাকে স্মরণ করেন। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বান্দার স্মরণের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান। আল্লাহ তাআলার দয়ায় বান্দা গোনাহ থেকে পাকসাফ হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذلِكَ؟ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِه شَيْئًا، قَالَ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

বল তো, তোমাদের কারো দরজায় যদি একটি নহর থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে কী বল, তার দেহে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তার দেহে কোনো ময়লাই থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৫২৮

**তিন. নামাযে রয়েছে পঠন, শ্রবণ ও উপলব্ধি**

নামায ধ্যান-খেয়ালের সাথে আদায় করা কাম্য। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেÑ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ .

নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা তাদের নামাযে বিনয়াবনত।... Ñসূরা মুমিনুন (২৩) : ১-২

উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনÑ

مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً،وَذلِكَ الدَّهْرَ كُلَّه.

যে মুসলিমের সামনে ফরয নামায উপস্থিত হয়, অতঃপর সে ভালোভাবে ওযু করে, খুশূ অবলম্বন করে, উত্তমরূপে রুকু করে, এই নামায তার পূর্বের গোনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর এই পুরস্কার সবসময়ের জন্য। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৮

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্ষমা ও সাফল্য তাদের জন্য, যারা খুশূর সাথে নামায আদায় করে। খুশূ মূলত অন্তরের নম্রতা। আর এর বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের স্থিরতা ও নম্রতার মধ্য দিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বান্দা তখনই নামাযে খুশূওয়ালা তথা বিনয়াবনত হয় যখন তার উপলব্ধিতে থাকে যে, সে মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়েছে। নামাযে যা বলা হয় এবং যা পড়া হয় তার দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে। আলেমগণ বলেছেন, খুশূর প্রথম ধাপ হচ্ছে, নামাযে পঠিত বিষয়াদির দিকে ধ্যান রাখা। যা বলা হচ্ছে তা অন্তর থেকে বলা, যা পড়া হচ্ছে অন্তর থেকে পড়া। এভাবে মনোযোগের সাথে যখন নামায পড়া হবে তখন তা মুমিনের সাফল্যের উপায় হবে। তার ঈমান বাড়তে থাকবে, ইলম বাড়তে থাকবে। অন্তরের অবস্থার উন্নতি হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থিরতা আসবে এবং চিন্তা-চেতনায়, কাজ-কর্মে বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহমুখিতা তৈরি হবে।

**চার. নামায হচ্ছে দুআ**

আরবী ভাষায় ‘সালাত’ শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ দুআ। কুরআন মাজীদেও ‘সালাত’ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে ইরশাদ হয়েছেÑ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ.

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন; যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। আর তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তির উপকরণ। Ñসূরা তাওবা (৯) : ১০৩

নামাযকে ‘সালাত’ নামে নামকরণের  অন্যতম কারণ নামাযের তিলাওয়াত ও যিকির-তাসবীহতে দুআর উপস্থিতি। ইমাম নববী রাহ. বলেনÑ

هذا قول جماهير أهل اللغة العربيّة والفقهاء وغيرهم.

এটি অধিকাংশ আরবী ভাষাবিদ, ফিকহশাস্ত্রবিদ ও অন্যদের বক্তব্য।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, নামাযের সিংহভাগ বিষয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুআ। সূরাতুল ফাতিহা, যা প্রতি নামাযে অবশ্যপঠনীয়, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথের প্রার্থনা ও দুআ।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

আমি সালাতকে (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

বান্দা যখন বলেÑ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।)

আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ.

আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলেÑ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু)

আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন সে বলেÑ

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

(যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক)

আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

مَجَّدَنِي عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করেছে।

যখন সে বলেÑ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

[(হে আল্লাহ) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।]

তখন আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

যখন সে বলেÑ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَّآلِّيْنَ.

তখন আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

এটা আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫

এছাড়া নামাযের ছানা, রুকু-সিজদার তাসবীহ ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে দুআ। কারণ মহান দাতার সামনে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা তাঁর কৃপা লাভেরই প্রার্থনা। একারণে কোনো কোনো হাদীসে আল্লাহর যিকিরকেও ‘দুআ’ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছেÑ

আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ দুআ এই ছিলÑ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আর নামাযের আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদের পর বিশেষভাবে দুআ পাঠের নিয়ম রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ‘আত্তাহিয়্যাতু’ শিক্ষা দান করেছেন। এরপর বলেছেনÑ

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو.

এরপর নামাযী তার  কাছে সবচেয়ে পছন্দের দুআটি নির্বাচন করে দুআ করবে। Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৮৩৫

সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত হয়। সালামের বাক্যটিও মূলত দুআ। নামায সমাপ্ত হওয়ার পর হাদীস শরীফে বিভিন্ন দুআর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু দুআ উল্লেখ করছি।

## ১৮.সহিহ হাদিসের আলোকে নামাজের পর কিছু দুআঃ

বর্ষ: ১৯,    সংখ্যা: ১১
জুমাদাল উলা-জুম

১. ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেনÑ

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

[ইয়া আল্লাহ! আপনিই ‘সালাম’ (শান্তিদাতা)। শান্তি আপনারই পক্ষ থেকে। হে প্রতাপ ও মর্যাদার মালিক! আপনি প্রভূত বরকতময়।] Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯১

নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত দুআ পড়ার বিষয়টি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯২]

২. মুগীরা ইবনে শো‘বা রা.-এর কাতিব ওয়াররাদ বলেন, মুগীরা ইবনে শো‘বা রা. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-কে লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক (ফরয) নামাযের সালাম ফেরানোর পর বলতেনÑ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিমান। ইয়া আল্লাহ! আপনি যা দান করেছেন তা রোখার কেউ নেই। আর আপনি যা থেকে বঞ্চিত করেছেন তা দেওয়ার কেউ নেই। আর সম্পদশালীর সহায়-সম্পদ আপনার বিরুদ্ধে কোনোই কাজে আসবে না।) Ñসহীহ বুখারী, হাদীস ৮৪৪, ৬৩৩০, ৭২৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৩

৩. আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রা. প্রতি নামাযের শেষে যখন সালাম ফেরাতেন বলতেনÑ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর, প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর ওপর শক্তিমান। শক্তি ও পরিবর্তন একমাত্র আল্লাহরই তাওফীকে।
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি। দান তাঁর। মর্যাদা তাঁরই, আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা।
আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। উপাসনা-আনুগত্য একান্তই তাঁর জন্য। কাফিরদের তা অপছন্দের হলেও।)
তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের শেষে এই বাক্যগুলো দ্বারা ‘তাহলীল’ করতেন। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৪
‘তাহলীল’ অর্থ ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’ বলা। উপরের দুআয় এই বাক্যটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে।
৪. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পর তেত্রিশ বার ‘তাসবীহ’ করবে, তেত্রিশ বার ‘হাম্দ’ করবে এবং তেত্রিশ বার ‘তাকবীর’ বলবে, ফলে নিরানব্বই হল, এরপর এই দুআ দ্বারা একশত পূর্ণ করবেÑ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَه، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

তার পাপরাশি সাগরের ফেনা সমপরিমাণ হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৯৭
৫. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে মুয়ায! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালবাসি। আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালবাসি। এরপর বললেন, তোমাকে অসিয়ত করছিÑ হে মুয়ায! কোনো নামাযের পর এই দুআ পড়তে ছেড়ো নাÑ

اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

ইয়া আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন; যেন আপনার যিকির করি, আপনার শোকর করি এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করি। Ñসুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫২২

এছাড়া আরো যিকির ও দুআ সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নামাযের ভেতর-বাহির মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় পরিপূর্ণ।

পাঁচ. নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়

এই নামায মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছেÑ

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ .

কখনো নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন এবং (সিজদা ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে) নিকটবর্তী হোন। Ñসূরা আলাক (৯৬) : ১৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন আবু জাহল নানাভাবে তাঁর নামাযে বাধা সৃষ্টি করত। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পরোয়া না করে নামায আদায়ে যত্নবান থাকার নির্দেশ দান করেছেন। তাঁর সকাশে সিজদা করতে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে বলেছেন। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাযে সিজদা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের বড় উপায়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছেÑ

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২

এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ভেতরে। এদিক থেকে সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে নয়। মুমিন-কাফের সবার সকল কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ অবগত। গোটা

সৃষ্টিজগত তাঁর কবজার ভেতরে। তবে এটা হচ্ছে সাধারণ নিকটবর্তিতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য শুধু সৎকর্মপরায়ন মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত ঈমানদার সৎকর্মপরায়নদের অতি নিকটে। Ñসূরা আরাফ (০৭) : ৫৬

সেই নৈকট্যের অর্থ তাঁর সন্তুষ্টি, দান ও অনুগ্রহ। কাজেই সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি অর্জন করে, সবচেয়ে বেশি দান ও অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়।

উপরের পাঁচটি বিষয় নামাযের মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, এই বিষয়গুলো রক্ষা করে নামায আদায় করা হলে নিঃসন্দেহে এই নামায বান্দার গোটা জীবন ও কর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করবে। তার চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস ঈমানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হবে, স্বভাব-চরিত্র নির্মল ও পবিত্র হবে, কাজ-কর্ম পরিশুদ্ধ ও গোনাহমুক্ত হবে। মহান আল্লাহ তাআলার দান ও অনুগ্রহে তার গোটা জীবন সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

## ১৯.ফজর নামাজ আদায়ের ১০টি পুরস্কারঃ

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব হবে। যদি নামাজ ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি নামাজ বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। (তাবরানি ১৯২৯)

মূলত নামাজ এমন ইবাদত যা সারা বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অবস্থাতেই নামাজ মাফ হয় না। এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও নামাজ হতে বিরত থাকার কোনো বিধান নেই।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে ফজর নামাজের গুরুত্ব আরো বেশি। হাদিসে এর এত বেশি গুরুত্ব এসেছে যে, যদি একজন মুমিন তন্মধ্য থেকে মাত্র একটিও মনে রাখে তাহলেও এক্ষেত্রে তার গাফলতি অনায়াসে দূর হয়ে যাবে। তার হিম্মত বেড়ে যাবে। ঘুম ও অলসতা কাটিয়ে ওঠতে সক্ষম হবে। নব প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে সে ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টায় ব্রতী হবে— ইনশা আল্লাহ।

এ লক্ষে ফজরের নামাজ আদায়ে বিশেষ ১০ টি উপকারী দিক পাঠকের জন্য নিচে তুলে ধরা হলো।

***১. ফজরের নামাজে দাঁড়ানো, সারা রাত দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সমান।*** উসমান ইবন আফফান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ঈশার নামাজ আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে নামাজ পড়লো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়লো, সে যেন পুরো রাত জেগে নামাজ পড়লো। (মুসলিম ১০৯৬)

**২. *ওই দিনের পুরোটা আল্লাহর জিম্মায় থাকার দুর্লভ সৌভাগ্য।*** ফজরের নামাজ পড়লেই শুধু এ-ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য লাভ করা যাবে। যুনদব ইবন আব্দুল্লাহ ইবন সুফইয়ান আলবাজালি রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يُتْبِعَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। অতএব আল্লাহ যেন তার জিম্মার বিষয়ে তোমাদেরকে কোনোরূপ অভিযুক্ত না করেন। (তিরমিযি ২১৮৪)

***৩. ফজরের নামাজ কেয়ামতের দিন নূর হয়ে দেখা দেবে।*** বুরাইদা আলআসলামি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যারা আঁধারে (ফজর নামাযে) মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, তাদের কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূর প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও। (আবু দাউদ ৪৯৪)

***৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ।*** আবূ যুহাইর ‘উমারাহ ইবনে রুআইবাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে,

لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يعني: الفَجْرَ والعَصْرَ

যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামাজ) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম ৬৩৪, নাসায়ি ৪৭১, ৪৮৭, আবু দাউদ ৪২৭, আহমদ ১৬৭৬৯, ১৭৮৩৩)

***৫.মুনাফেকি থেকে মুক্তি পাবে।*** আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً

মুনাফিকদের উপর ফজর ও এশার নামাজ অপেক্ষা অধিক ভারী নামাজ আর নেই। যদি তারা এর ফজিলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত। (বুখারি ৬৫৭, ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১)

***৬. সরাসরি আল্লাহর দরবারে নিজের নাম আলোচিত হবে।*** আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

তোমাদের কাছে পালাক্রমে দিনে ও রাতে ফেরেশতারা আসে। তারা আসর ও ফজরের সময় একত্রিত হয়। যারা রাতের কর্তব্যে ছিল তারা ওপরে উঠে যায়। আল্লাহ তো সব জানেন, তবুও ফিরিশতাদেরকে প্রশ্ন করেন, আমার বান্দাদেরকে কেমন রেখে এলে? ফেরেশতারা বলে, আমরা তাদেরকে নামাজরত রেখে এসেছি। যখন গিয়েছিলাম, তখনো তারা নামাজরত ছিল। (বুখারি ৫৪০)

***৭. দুনিয়া আখেরাতের সেরা বস্তু অর্জিত হয়ে যাবে।*** আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ফজরের দুই রাকাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ১২৪০)

***৮. পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে,*** যদি সে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। আনাস ইবন মালিক রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায়ান্তে বসে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পর দুই রাকাত নফল নামাজ (ইশরাক) আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে। ‘পরিপূর্ণ’ এ শব্দটি তিনি তিনবার বলেছেন। (তিরমিযি ৫৮৬)

***৯. তুলনাহীন গণিমত লাভ করবে।*** উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গণিমতের সম্পদ অর্জন করে এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সাথে যায় নি এমন এক লোক বলল, অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে উত্তম গণিমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোন সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখি নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً ؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً

আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাজের জামা’আতে হাযির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ্ তা’আলার যিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী। (তিরমিযি ৩৬৪১)

***১০. কেয়ামতের দিন সরাসরি আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য লাভ।*** আর এটি হচ্ছে সর্বোত্তম পুরস্কার। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لاَ تُضَامُّونَ ـ أَوْ لاَ تُضَاهُونَ ـ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ". ثُمَّ قَالَ " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার আগের নামাজ ও সূর্য ডুবার আগের নামাজ আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। তারপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, "সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ্ পাঠ করুন।" (বুখারি ৫৭৩)

## ২০.যোহর নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় দান দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্বপূর্ণ নামাজ হলো জোহরের নামাজ। এমনকি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামতিতে রাসুল (সা.) সর্বপ্রথম যে নামাজ আদায় করেছেন, তা হলো জোহরের নামাজ। অর্থাৎ মেরাজ থেকে ফিরে রাসুল (সা.) সর্বপ্রথম জোহরের নামাজ আদায় করেছেন।

যেমন হাদিস শরিফে এসেছে, হযরত আবু বারযা আসলামি (রা.)-কে রাসুল (সা.)-এর নামাজের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসুল (সা.) জোহরের নামাজ-যাকে তোমরা প্রথম নামাজ বলে থাক, সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন' (বুখারি : ৫৪৭)। এ হাদিস থেকে জোহরের নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। অন্যত্র নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যখন গরম বেড়ে যায় তখন তোমরা তা কমে এলে জোহরের নামাজ আদায় করো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ' (বুখারি : ৫৩৬)। হাদিসের বর্ণনায় এই নামাজে কষ্টের বিবরণ রয়েছে। যেহেতু এই নামাজের সঙ্গে কষ্টের সম্পর্ক রয়েছে সুতরাং তা আদায়ে নেকির পরিমাণও আল্লাহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে

দেবেন। এমনকি আল্লাহ কুরআনে বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।’ (সুরা ইনশিরাহ : ৫)।
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ মুমিনদের কর্মফল নষ্ট করেন না।’ (সুরা আলে ইমরান : ১৭১)
জোহরের ফরজ নামাজের পাশাপাশি জোহরের সুন্নত নামাজেরও যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। সুন্নত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। নামাজ পুরোপুরি আদায় করে থাকলে তো ভালো কথা, অন্যথায় আল্লাহ বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি না? নফল নামাজ থাকলে বলবেন, এই নফল নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজ পূর্ণ করে দাও’ (নাসায়ি : ৪৬৭)।
জোহর নামাজের পূর্ববর্তী সুন্নত নামাজ সম্পর্কে আয়েশা (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সা.) কখনোই জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত ছাড়তেন না’ (বুখারি : ১১৮২)। ফরজ নামাজের আগে-পরের সুন্নত নামাজগুলো আদায় করাকে হাদিস শরিফে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে। রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি জোহরের ফরজের আগের চার রাকাত ও পরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়’ (তিরমিজি : ৬৩৬২)। অন্য এক হাদিসে নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত জোহরের নামাজের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাত (দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত মুস্তাহাব) আদায় করবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন’ (তিরমিজি : ৪২৯)।

মধ্য দুপুরে সূর্য যখন মধ্য আকাশ থেকে একটু পশ্চিম দিকে হেলে যায় তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং যেকোনো জিনিসের মূল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। জুমা আর জোহরের নামাজের ওয়াক্ত এক ও অভিন্ন (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৩)। উল্লেখ্য, ঠিক ভর-

দুপুরে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া যে পরিমাণ থাকে তাকে ওই জিনিসের মূল ছায়া বলা হয়।

কোনো ইমামের মতে, মূল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক জিনিসের ছায়া যখন একগুণ হয়ে যায় তখনই জোহরের সময় হয়ে যায়। হানাফি মাজহাবের ফতোয়া এমন নয়। তাই একান্ত অপারগতা ছাড়া এই মতের ওপর আমল করা সমীচীন নয়। শীতকালে যত তাড়াতাড়ি জোহরের নামাজ পড়া যায় তত ভালো। গরমের দিন এক মিসিলের (ছায়ার পরিমাণ) শেষ চতুর্থাংশে পড়া ভালো। তবে জুমার নামাজ সব মৌসুমে আউয়াল ওয়াক্তে পড়া উত্তম (আল বাহরুর রায়েক : ১/৪২৯)। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে নামাজগুলো আদায় করার তওফিক দান করুন।

## ২১.আসর নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ :

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের তৃতীয় হচ্ছে আসর। মধ্যদুপুর অতিবাহিত হওয়ার পর আকাশের দিগন্তে সূর্য হেলে পড়লে এবং রোদের তেজ কমে গেলে চার রাকাতবিশিষ্ট এ নামাজ পড়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষের ওপর ফরজ। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সম্মিলিত গুরুত্ব ও পুরস্কার বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষ কারণে আসরের নামাজের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত- আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে যায়, তা হলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। (বুখারি, হাদিস : ৫৫২)। আবু মালিহ (রা.) বলেন, এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদাহ (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘলা। তাই বুরাইদাহ (রা.) বললেন, শিগগির আসরের নামাজ আদায় করে নাও। কারণ নবী (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয় তার আমল নষ্ট হয়ে যায়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৫৩)

দিনের আলো থাকা অবস্থায় শেষ নামাজ এটি। এ সময় প্রকৃতিতে বিশেষ পালাবদল হয়। পৃথিবীর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরও দায়িত্ব পরিবর্তন হয় এ সময়। তাই এ সময়ের নামাজকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হাদিসে। এ নামাজের অনেক ফজিলত ও পুরস্কার রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- রাসুল (সা.) বলেছেন, ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মধ্যে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্যে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তারা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাজ আদায়রত অবস্থায় ছিল। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৫)। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) আরও বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের নামাজের এক সিজদাও পায়, তা হলে সে যেন নামাজ পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হওয়ার আগে ফজরের নামাজের এক সিজদা পায়, তা হলে সে যেন নামাজ পূর্ণ করে নেয়। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৬) আসরের নামাজের আগে চার রাকাত সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা নামাজ পড়া অত্যন্ত ফজিলতের বিষয়। সুযোগ হলে আসরের ফরজের আগের এ সুন্নত পড়া চাই। নবীজি (সা.) নিজে এ নামাজ পড়তেন এবং সাহাবায়ে-কেরামকে বিশেষভাবে তা পড়ার তাগিদ দিতেন। হজরত আলী (রা.) বলেন, ‘নবীজি (সা.) আসরের ফরজ নামাজের আগে চার রাকাত সুন্নত পড়তেন।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৪২৯; ইবনে মাজা, হাদিস : ১১৬১)। অন্য একটি হাদিসে রয়েছে, নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যারা আসরের ফরজের আগে চার রাকাত সুন্নত পড়ে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১২৭১; তিরমিজি, হাদিস : ৪৩০)। অথচ অনেকেই দুপুরের ঘুম, গল্প-আড্ডায় বা কর্মব্যস্ততায় আসরের নামাজকে গুরুত্বহীন মনে করে ওয়াক্ত পার করে দিই, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আসরের নামাজ পড়ার সঠিক সময় কখন? এ বিষয়ে হাদিসের আলোকে বিস্তারিত বলেছেন ফুকাহায়ে কেরাম। যখন কোনো জিনিসের ছায়া সমপরিমাণ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিগুণ হতে শুরু করা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত আসরের সময়। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'সূর্য যখন হলদে রঙ হয় এবং শয়তানের দুই শিঙের মাঝখানে এসে যায় তখন আসরের নামাজ পড়ে মুনাফিকরা।' (মুসলিম, মেশকাত, ৬০ পৃষ্ঠা)। সুতরাং সূর্যের আভা একটু হলদে রঙ হয়ে আসার আগেই আসরের নামাজ পড়া উচিত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, আসরের ওয়াক্তের শুরু হলো এক ছায়া হতে। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ এবং ইমাম জুফার ও অন্য তিনজন ইমামের মতও তাই। ইমাম তাহাবি (রহ.) বলেন, আমরা এ মতই গ্রহণ করেছি। (আকিদাতুত তাহাবি : ৭৮ পৃষ্ঠা)। পরিশেষে একটি হাদিস স্মরণ করছি, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয় তার অন্যান্য আমলও নষ্ট হয়ে যায়।' (বুখারি, মেশকাত, ৬০ পৃষ্ঠা)।

## ২২.মাগরিব নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ

নবী (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ পড়বে তার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ রহমত এবং সে নিরাপদ থাকবে। ২. মাগরিব নামাজের পর দোয়ার গুরুত্ব : এক হাদিসে এসেছে নবী (সা.) বলেছেন মাগরিব নামাজের পরে যে ব্যক্তি দুই রাকআত নামাজ পড়বে তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। ৩. মাগরিবের বিশেষ দোয়ায় আল্লাহর রহমত : মাগরিবের নামাজের পর একটি বিশেষ দোয়া পাঠের ফজিলত সম্পর্কে নবী (সা.) বলেছেন মাগরিব নামাজের পর আল্লাহ তাদের প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন যারা ভয়ে এবং আশা নিয়ে তাঁর কাছে দোয়া করে।

## ২৩.ইশার নামাজ আদায়ের পুরস্কারঃ

১. নবী (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি ইশা নামাজ জামায়াতে পড়বে সে যেন অর্ধেক রাত্রি নামাজ পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজর এবং ইশা নামাজ জামাতে পড়বে সে আল্লাহর রহমতে নিরাপদ থাকবে। ২. নবী (সা.) বলেছেন যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামায়াতে পড়বে তার জন্য পরবর্তী দিন পর্যন্ত নিরাপত্তা থাকবে। ৩. নবী (সা.) বলেন ইশার নামাজের সময়টি এমন যে যদি কেউ এটা নিয়মিত পড়তে থাকে আল্লাহ তার সব গুনাহ মাফ করবেন যদি সে নিষ্ঠা ও ঈমানের সাথে সালাত আদায় করে।

নামাজ বান্দা ও আল্লাহর সাথে যোগাযোগের সেতু বন্ধন। ইসলামে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহতাআলা অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে পাকে অসংখ্য হাদিস শরীফ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন। সুতরাং কোনো অবস্থায় নামাজ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। একা নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ আদায় করার গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন জামাতে নামাজ আদায় করা একাকী নামাজ আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের। যুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহ জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। মহানবী (স.) জামাতে নামাজ আদায়ে গাফিলতির ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে ব্যক্তি আজান শুনল এবং তার কোনো অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও জামাতে উপস্থিত হলো না তার সালাত হবে না। পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকে জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাই জামাতে নামাজ না পড়ে গুনাহগার হওয়া এবং অসীম সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া একজন মুমিনের জন্য শোভন নয়।

## ২৪.জামায়াতে নামাজ আদায়ের ফজিলতঃ

জামায়াতে নামাজ আদায়ের ফজিলত হল,,,,
১. সাতাশ গুণ সাওয়াব বেশি পাওয়া যায়। (বুখারী: ৬৪৫)

(২) শয়তানের চক্রান্ত ও আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা যায়।(আবূ দাউদ: ৫৪৭)।

(৩) যে জামায়াতে মুসল্লী সংখ্যা যত বেশি সেখানে সালাত আদায়ে সাওয়াব তত বেশি। (আবু দাউদ: ৫৫৪)

(৪) যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন জামাআতে তাকবীরে উলা (প্রথম তাকবীরের) সাথে সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে দুটি জিনিস থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন, (এক) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি, (দুই) মুনাফেকী থেকে মুক্তি (তিরমিযী: ২৪১)।

(৫) যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে এরপর সে লোক আল্লাহর যিম্মায় থাকে। সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সেদিন সে লোক আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকে।(মুসলিম)

(৬) যে লোক ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করে সেখানে বসেই সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যিকির-আযকার করতে থাকে এবং অতঃপর দুই রাকআত (ইশরাকের) সালাত আদায় করে আল্লাহ তাকে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি পূর্ণ উমরার সাওয়াব দান করেন।(তিরমিযী: ৫৮৬)

(৭) যে লোক এশার সালাত জামাআতে পড়ল সে যেন অর্ধেক রাত্রি দাড়িয়ে সালাত আদায় করল। আর যে লোক ফজরের সালাত জামাআতে পড়ল সে যেন সারা রাত জেগে (তাহাজ্জুদের) সালাত পড়ল (মুসলিম)। অর্থাৎ ফজরের জামাত এশার জামাআতের চেয়েও উত্তম।

৮) ফেরেশতারা প্রতিদিন ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হয়। যেসব ফেরেশতা বান্দার সাথে রাত্রি যাপন করে পরে উপরে গমন করে তাদেরকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ? উত্তরে তারা বলে, তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আমরা যখন গিয়েছিলাম তখনও তাদেরকে সালাত আদায়রত অবস্থায় পেয়েছিলাম। (বুখারী) এভাবে প্রতিদিন ফজর ও আসরে সময় ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে বান্দার রিপোর্ট পেশ করে (বুখারী: ৫৫৫)। অন্য এক হাদীসে আছে, যে আসরের সালাত আদায় করল না তার সকল আমল বাতিল হয়ে গেল। (বুখারী: ৫৫৩)।

(৯) জামাআতে সালাত আদায় আল্লাহর কাছে বড়ই পছন্দের ইবাদাত। (মুসনাদে আহমাদ: ৫০২)

(১০) জামাআতে যারা প্রথম কাতারে দাড়ায় রাসূলুল্লাহ (স.) তাদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন আর দ্বিতীয় কাতারে যারা দাঁড়ায় তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন একবার। (ইবনে মাজাহ)

(১১) এত বড় পুরস্কার লাভের জন্য দু’জন হলেও জামাআতে সালাত আদায় করবে। একজন আযান ও ইকামাত দিবে এবং অপরজন ইমামতি করবে যার বয়স বেশি। (আবু দাউদ)।

(১২) মহিলাদের ঘরে নামায উত্তম হলেও মসজিদে জামাআতে শরীক হওয়া জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর যামানায়ও মেয়েরা মসজিদে এমনকি ফজরের জামাআতেও যেতেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মেয়েরা মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তাদের স্বামীরা যেন বাধা না দেয়। (বুখারী) মহিলারা জুমুআর জামাআতেও শরীক হতে পারে। তবে ঈদের জামাআতে নারীদের উপস্থিত হতে রাসূলুল্লাহ (স.) তাকীদ দিয়েছেন।(বুখারী)

(১৩) জামাআতে সালাত আদায় করলে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে বা অন্য কোনভাবে বান্দার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

(১৪) জামাআতে নামায পড়লে সঠিক সময়ে মসজিদে যেতে হয়, ফলে নামাযটা সঠিক সময়ে আদায় হয়। আউয়াল ওয়াক্তেও হয়।

(১৫) জামাআতের আগে-পরে যখন কুরআন পড়ে, যিকির করে, বয়ান করে বা শুনে তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, আর ফেরেশতারা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে। (মুসলিম)।

১৬) জামাআতে সালাতে ইমামের সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে ইমাম যখন আমীন বলে, মুক্তাদীরাও আমীন বলবে এবং সে সময় ফেরেশতারাও আমীন বলে। মুসল্লীদের আমীন বলার সাথে যখন ফেরেশতাদের আমীন বলা মিলে যায় তখন মুসল্লীদের পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ হয়। যায়। (বুখারী)

(১৭) এক সালাত শেষ করার পর পরবর্তী ফরজ সালাতের জামাআতের অপেক্ষমান মুসল্লীদের জন্য আল্লাহ আসমানের দরজা খুলে দেন। আর এসব মুসল্লীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। (ইবনে মাজাহ)।

(১৮) জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষমান সময়টি সালাতরত আছে বলে গণ্য হয়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(১৯) জামাআতে শেষ করার পর সে জায়গায় মুসল্লী যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা এ বান্দার জন্য এ বলে দুআ করে: (ক) হে আল্লাহ! তাকে তুমি মাফ করে দাও, (খ) হে আল্লাহ! তাকে তুমি (রহম কর) দয়া কর, (গ) এবং তার তাওবা কবুল কর। এভাবে দু'আ করে সে পরিমাণ সময় ধরে যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওযূ ছুটে না যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।

(২০) লোকেরা যদি জানত যে আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ফযীলত রয়েছে, তাহলে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা সামলানোর জন্য লটারি করা ছাড়া আরো কোন গত্যন্তর ছিল না। (বুখারী: ৬১৫)।

(২১) ফজর ও এশার জামাআতে এত বেশি সাওয়াব যা মানুষ জানলে (গায়ে জোর না থাকলেও) হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে শরীক হতো। (আবু দাউদ: ৫৫৪)।

(২২) জামাআতে নামাযের প্রথম কাতারটি ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য (আবু দাউদ: ৫৫৪)। তবে নারীদের জন্য উত্তম হলো শেষ কাতার সবার পিছনের কাতার। (মুসলিম: ৪৪০)

(২৩) আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা প্রথম কাতারে দাঁড়ানো মুসল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ- ৫/২৬২)

(২৪) নিঃসন্দেহে কাতারের ডান দিকের মুসল্লীদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেশেতারা তাদের জন্য দু'আ করে। (আবু দাউদ: ৬৭৬)

(২৫) যারা জামাআতে মিশে মিশে দাঁড়িয়ে কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাকা বন্ধ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (ইবনে মাজাহ: ৯৯৫)

(২৬) যে ব্যক্তি কাতার মিলায় (একজন আরেকজনের সাথে মিশে মিশে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দেন। আর (বিপরীতে) যে লোক একজন আরেকজন থেকে পৃথক হয়ে যায় (মাঝে ফাঁকা রাখে), আল্লাহ তাকে পৃথক করে দেন।(নাসাঈ: ৮১৯)

২৭) জামায়াতের সালাতে ইমামের আমীন বলার সাথে সাথে ফেরেশতারাও তখন আমীন বলে। আর সে সময় ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে যখন মুক্তাদীর আমীন বলার শব্দ মিলে যায় তখন আল্লাহ তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেন।(বুখারী: ৭৮২)।

(২৮) জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য যে লোক ঘন ঘন মসজিদে যায় কাল কিয়ামতের দিন কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তাকে তার আরশের ছায়ায় নিচে আশ্রয় দেবেন।(বুখারী: ৬৬০)।

(২৯) জামাআত ধরার জন্য হেটে যাওয়া প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে মুসল্লির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, গুনাহ মাফ হয় ও নেকী লেখা হতে থাকে। (বুখারী: ৬৪৭)।

(৩০) যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে ততবার মেহমানদারির ব্যবস্থা করে রাখেন। (বুখারী: ৬৬২)

(৩১) জামাআত ধরার জন্য মসজিদে গিয়ে যদি দেখে যে জামাত শেষ হয়ে গেছে, এরপরও তিনি জামাআতে সালাত আদায়ের সাওয়াব পাবেন অথচ যারা জামাত পেল তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না। (আবু দাউদ: ৫৬৪)

(৩২) জামাত ধরার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে পুনরায় ঘরে ফিরে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পুরু সময়টি সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে।(ইবনে খুযাইমা-১/২২৯)

(৩৩) নিজ ঘর থেকে ওযূ করে যে ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায়ের জন্য বের হবে, সে লোক ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালনকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে লোক চাশতের নামায আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হবে সে একজন উমরা পালনকারীর সমান সাওয়াব অর্জন করবে। (আবু দাউদ: ৫৫৮) এভাবে শুধুমাত্র

একদিনেই জামাআতে সালাত আদায়কারীরা মোট পাঁচটি হজ্জ পালনের সাওয়াব অর্জন করতে পারে।সুবহানাল্লাহ!

৩৪) তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ নিজেই তাদের নিরাপত্তার যিম্মাদার: (ক) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়, (খ) যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে মসজিদে যায়, (গ) যে ব্যক্তি নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হয়ে সালাম বিনিময় করে। (আবু দাউদ: ২৪৯৪)

(৩৫) যে লোক জামাত শেষ হওয়ার পরও (কিছুক্ষণ) মসজিদে অবস্থান করবে, জামাত ধরার জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে এবং কষ্টের সময়ও উত্তমরূপে ওযূ করবে, সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে এবং জন্মগ্রহণের দিনের মতোই নিস্পাপ হয়ে যাবে। (তিরমিযী: ৩২৩৩)

(৩৬) জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গমণকারীরা স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করবে। (সূরা ১৬; নাহল ৯৭)।

(৩৭) জামাআতে সালাত আদায়কারীরা যেন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যায়। আর এ জন্য আল্লাহর দায়িত্ব হলো তাদেরকে সম্মান করা ও ইকরাম করা। (তাবরানী- ৬/২৫৩)।

(৩৮) জামাত ধরার জন্য বান্দা যখন মসজিদে যায় আল্লাহ তখন তার প্রতি উৎফুল্ল হন। (ইবনে খুযাইমা)

## ২৫.নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকার ফজিলতঃ

মসজিদে নামাজের সময় দেখে গেলে কোনো কোনো সময় জামাতের প্রথম তাকবির ইমামের সঙ্গে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ এ জন্য আগে আগে মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করেন। এই অপেক্ষাও সওয়াবের কাজ।

এক নামাজের পরে অন্য নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা এবং নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামাজ আদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হন তারা যারা নামাজের গুরুত্ব বোঝেন। হাদিসে এসেছে যারা নামাজের জন্য অপেক্ষা করে তারা নামাজ পড়া অবস্থায় থাকার মতো।

### ক.নামাজ পড়ার মতো সওয়াব হয়

হজরত উকবা ইবনে আমির (রা) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো লোক পবিত্র হয়ে মসজিদে আসেন, তারপর নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, তখন তার উভয় লেখক (ফেরেশতা) অথবা তার লেখক মসজিদের দিকে প্রতি কদমের জন্য ১০টি করে পুণ্য লেখেন। আর যে বসে অপেক্ষা করে সে যেন নামাজ আদায়ে রত ব্যক্তির মতো। বাড়ি থেকে বের হয়ে আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত ওই ব্যক্তি নামাজে রত বলে লিখিত হয় (পুরো সময় সে নামাজ পড়ার সওয়াব পায়)। (মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৪০)

যে ব্যক্তি এক নামাজ শেষে পরের নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকে তার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির নামাজ তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাজে রত আছে বলে গণ্য হবে। (বুখারি ৬৫৯)

এ কারণে বিধান হচ্ছে, নামাজের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় কেউ যেন মসজিদে বসে দুই হাত মিলিয়ে না রাখে অর্থাৎ এক আঙুলকে অন্য আঙুলের ভেতর ঢুকিয়ে

না রাখে। কেননা সে তো এক ধরনের নামাজের ভেতরেই রয়েছে। কাব ইবনে উজরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে অজু করে মসজিদের উদ্দেশে বের হয়ে যায়, তখন যেন সে তার হাতের আঙুল একটির ফাঁকে আরেকটি প্রবেশ না করায়। কারণ সে তো নামাজেই আছে। (তিরমিজি ৩৮৬)

**খ.ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন**

নামাজের জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তির জন্য ফেরেশতারা নামাজ আদায় করা পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার নামাজের স্থানে থাকে তার অজু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফেরেশতারা এই বলে দোয়া করেন যে হে আল্লাহ, আপনি তাকে মাফ করে দিন, হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর রহম করুন। (বুখারি ৬৫৯)

**গ.আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করেন**

বান্দার নামাজের জন্য অপেক্ষারত দৃশ্য দেখে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সঙ্গে এমন দৃশ্যের কথা গর্ব করে বলতে থাকেন। আমরা সাধারণত গর্ব করে কোনো কথা বলি! যেটা আমাদের কাছে অনেক বেশি পছন্দ। তেমনই নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকা আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয়। সে জন্য তিনি তা নিয়ে গর্ব করেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। এরপর কত লোক চলে গেলেন এবং কতক রয়ে গেলেন। এ সময় রসুলুল্লাহ (সা.) দ্রুতবেগে এলেন যে

তার শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়ে গেল। তিনি তার দুই হাঁটুর ওপর ভর করে বসলেন এবং বললেন,

তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের রব আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তিনি ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের বিষয়ে গর্ব করে বলছেন, তোমরা আমার এসব বান্দার প্রতি তাকাও, তারা এক ফরজ আদায় করার পর অন্য ফরজের জন্য অপেক্ষা করছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ ৮০১)

**ঘ.গুনাহ মাফ হয়**

নামাজের জন্য অপেক্ষাকারী ব্যক্তির গুনাহ মাফ হতে থাকে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদের ওই বস্তুর কথা বলে দেব না, যে বস্তু দ্বারা আল্লাহ তাআলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং তার মর্যাদা উঁচু করে দেন? (তা হচ্ছে এই) কষ্টবোধের সময় পূর্ণরূপে অজু করা, মসজিদের দিকে নামাজের উদ্দেশ্যে গমনাগমন এবং এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষায় থাকা। আর এটিই (হলো) রিবাত, এটিই রিবাত, এটিই রিবাত (সীমান্ত প্রহরায় সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকা)। (মুয়াত্তা মালিক ৩৭৩)

## ২৬.লোক দেখানো নামাজের ব্যাপারে কোরআনে যা বলা হয়েছেঃ

নিয়তের অসততা ইবাদতকে ক্রটিযুক্ত করে ফেলে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করার মাধ্যমে নিয়ত ক্রটিযুক্ত হয়। যেমন—মানুষের প্রশংসা, সামাজিক প্রভাব ও কারো দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদির মোহে ইবাদত করা। ইসলামী পরিভাষায় একে ‘রিয়া’ এবং বাংলা ভাষায় লোক দেখানো বা প্রদর্শনপ্রিয়তা বলা হয়।

প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়া ফরজ। কিন্তু যথাযথভাবে নামাজ না পড়লে নামাজ কবুল হয় না। কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পন্থায় নামাজ আদায় করা জরুরি। এর ব্যত্যয় ঘটলে হিতেবিপরীত হতে পারে।

অর্থাৎ নামাজ কোনো কোনো ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে, তাদের নামাজ কবুল হয় না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সুতরাং ধ্বংস সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন—যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।’ (সুরা মাউন, আয়াত : ৪-৬)

লোক দেখানো নামাজ মুনাফিকদের নামাজ।

যেমন—মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, আর তিনিও তাদের ধোঁকায় ফেলেন। ওরা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়—লোক দেখানোর উদ্দেশে। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।’ (সুরা নিসা, আয়াত : ১৪২)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ লোক দেখানো ইবাদত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘...যে ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।

’ (সুরা : কাহাফ, আয়াত : ১১০)

রাসুল (সা.) রিয়া বা লোক দেখানো আমলকে ছোট শিরক বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরক নিয়ে যত ভয় পাচ্ছি, অন্য কোনো ব্যাপারে এত ভীত নই।’ সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের প্রতিদান দেওয়ার সময় বলবেন, ‘তোমরা পৃথিবীতে যাদের দেখানোর জন্য আমল করতে তাদের কাছে যাও। তাদের কাছে দেখো তোমাদের কোনো প্রতিদান আছে কি না?’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২৫২৮)

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুনাফিকদের ওপর সবচেয়ে ভারী নামাজ হলো এশা ও ফজরের নামাজ। যদি তারা এই নামাজের ফজিলতের কথা জানত, তাহলে হাঁটুতে ভর দিয়ে হলেও এ নামাজে হাজির হতো। আমার মন চায় যে আমি তাকবির দিয়ে কাউকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করিয়ে দিই, অতঃপর আমি লোকদের বলি, তারা যেন জ্বালানি কাঠ নিয়ে

এসে ওই সব লোকদের বাড়ির চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়—যারা জামাাতে হাজির হয় না।' (মুসলিম, হাদিস : ৬৫১)। মূল কথা হলো, পূর্ণ আল্লাহভীতি, খুশু-খুজু ও একাগ্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না। মহান আল্লাহ আমাদের সেভাবে নামাজ পড়ার তাওফিক দান করুন।

## ২৭.কুরআনের আলোকে নামাজ না পড়া ও নামাজের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিনতিঃ

২৭বর্ষ: ১৮,    সংখ্যা: ০৮

কাসফর ১৪৪৪   ||   সেপ্ট

কোনো কাজের উপর গুরুত্বারোপের একটি পদ্ধতি হল, কাজটি করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। আরেকটি পদ্ধতি হল, কাজটি না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করা। কোনো কিছুর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এ দুই পদ্ধতির যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়। তবে তা পূর্ণতা পায় যখন উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নামায পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিতও করেছেন এবং নামায না পড়ার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করেছেন। গত দুই সংখ্যায় উৎসাহ দেওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা ভীতি প্রদর্শনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করব।

**ক.মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা**

নিফাক ও কপটতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআনে মুনাফিকদের কপটতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়।

তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে। -সূরা নিসা (৪) : ১৪২

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের চারটি চরিত্র তুলে ধরেছেন-

ক. তারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে।

বলাবাহুল্য, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু মুনাফিকরা কপটতা করে মনে করে তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিয়ে ফেলছে; আল্লাহ তাদের কপটতা সম্পর্কে অবগত নন!

খ. তারা অলসতার সাথে নামায পড়ে। নামাযকে বোঝা মনে করে।

গ. তারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে; আল্লাহর প্রতিদানের আশায় কিংবা তাঁর আযাবের ভয়ে নয়।

ঘ. তারা নামাযে আল্লাহ্কে খুব সামান্যই স্মরণ করে। অথচ নামায হচ্ছে আগাগোড়া আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যিকিরপূর্ণ সেই ইবাদতেই তারা আল্লাহকে অল্প স্মরণ করে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় তারা কত অলস ও উদাসীন!

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ.

তাদের দান কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কেবল এটা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা নামাযে আসে (চরম) অলসতার সাথে এবং তারা ব্যয় করে (খুব) অনিচ্ছার সাথে। -সূরা তাওবা (৯) : ৫৪

এ আয়াতে মুনাফিকদের নিফাকের তিনটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে-

ক. তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে।

হ্যাঁ, মুনাফিকরা আসলে কাফের। তাদের মধ্যে আর অন্য কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, অন্য কাফেররা অন্তরের মত মুখেও ইসলামকে অস্বীকার করে আর তারা অন্তরে অবিশ্বাস করে মুখে বিশ্বাসের কথা বলে।

খ. তারা চরম অলসতার সাথে নামাযে আসে।

গ. তারা আল্লাহর পথে খুব অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنُ.

দুর্ভোগ সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা মানুষকে দেখায় এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসও দেয় না। -সূরা মাউন (১০৭) : ৪-৭

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদেরকে দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন। নামাযের প্রতি, নামাযের ওয়াক্তের প্রতি যাদের গুরুত্ব নেই। যারা ইচ্ছা করে বিনা ওজরে নামাযের সময় নষ্ট করে। আর যাই পড়ে কেবল মানুষের ভয়ে পড়ে। যেখানে মানুষের ভয় নেই সেখানে নামায ছেড়ে দেয়। উপরিউক্ত আয়াতগুলোয় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা করে মুমিন বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তারা যেন আগ্রহ, উদ্যম ও যত্নের সাথে নামায পড়ে এবং তাঁকে স্মরণ ও সন্তুষ্ট করার জন্য পড়ে। নামাযের ব্যাপারে অলসতা, উদাসীনতা ও লৌকিকতা না করে। নামাযে সঙ্গে এহেন আচরণের পরিণতি দুর্ভোগ।

**খ.কাফেরদের কুফরী ও নামায না পড়ার উপর ভর্ৎসনা**

আল্লাহ কুরআনে কাফেরদের অনেক ভর্ৎসনা করেছেন। এক জায়গায় তাদের নিন্দা করে বলেছেন-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى، وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى، ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى، اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى، ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.

সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতঃপর সে দম্ভ করতে করতে তার পরিবারের কাছে চলে গেছে। দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। অতঃপর দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। -সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ৩১-৩৫

এ আয়াতে কাফেরের ভর্ৎসনা করা হয়েছে যে, সে ঈমানও আনেনি এবং নামাযও পড়েনি; বরং কুফরী করেছে এবং আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। উপরন্তু এগুলোর জন্য তার কোনো অনুতাপ নেই; বরং সে অহংকারের সঙ্গে চলে। আয়াতটির শেষে এই কাফেরদেরকে উপর্যুপরি দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

কাফেরের নিন্দার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে কুফরী করেছে; ঈমান আনেনি। আর ঈমান ছাড়া আমলের (তা যত বড়ই হোক) কোনো মূল্য নেই। আয়াতটিতে

কাফেরের কুফরীর পাশাপাশি নামায না পড়ার নিন্দা করা নামায তরক করার ভয়াবহতা তুলে ধরে। এ থেকে বোঝা যায়, নামায না পড়া গুরুতর পাপ। সকলের উচিত দম্ভ-অহংকার ছেড়ে ঈমান আনা, নামায পড়া। পক্ষান্তরে ঈমান ও নামায থেকে বিমুখ থাকা আল্লাহর কাছে অতি নিন্দনীয় এবং এর পরিণতি ভয়াবহ।

**গ.জাহান্নামীদের নামায না পড়ার স্বীকারোক্তি**

কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি পরকালে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হবে। এরকম একটি আলাপ সূরা মুদ্দাসসিরে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِىْ جَنّٰتٍ ۛيَتَسَآءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ.

তারা (ডানের লোকেরা) জান্নাতে থাকবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদের খাওয়াতাম না। আর (অসার) আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে নিশ্চিত বিষয় আমাদের কাছে এসে গেল। -সূরা মুদ্দাসসির (৭৪) : ৪০-৪৭

এখানে জান্নাতীদের জিজ্ঞাসার জবাবে জাহান্নামীরা নিজেরাই তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলে দিয়েছে। তাদের এই স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট যে, নামায না পড়া, সম্পদের হক আদায় না করা, অসার কথাবার্তায় জড়িত হওয়া এবং বিচার দিবসকে অস্বীকার করার পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ কুরআনে জাহান্নামীদের এই স্বীকারোক্তি উল্লেখ করে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করছেন- তারা যেন জাহান্নামীদের পথে না চলে। বরং তারা ঈমান আনে। নামায পড়ে। সম্পদের হক আদায় করে। অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে।

**ঘ.নামায নষ্ট করার নিন্দা**

আল্লাহ সূরা মারইয়ামে হযরত যাকারিয়া আ., ইয়াহইয়া আ., ঈসা আ., মূসা আ., হারূন আ., ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ., ইসহাক আ., ইদ্রিস আ.-এর আলোচনা করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও নবী ছিলেন। তাঁদের আলোচনার শেষে আল্লাহ বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তাদের পরে অযোগ্য স্থলাভিষিক্তরা এল, যারা নামায নষ্ট করে ফেলল এবং খাহেশাতের পেছনে পড়ে গেল। সুতরাং তারা শীঘ্রই গোমরাহীর (পরিণামের) সম্মুখীন হবে। -সূরা মারইয়াম (১৯) : ৫৯

এ আয়াতে ওই নবীদের পরে আসা অযোগ্য জাতি-গোষ্ঠীর নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় মেতে উঠেছে এবং নামায নষ্ট করে ফেলেছে।

নামায নষ্ট করার একটি ভয়াবহ দিক হল নামায একেবারে না পড়া।

এমনিভাবে সময়ের ভেতর না পড়াও নামায নষ্ট করারই অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াত থেকে অনুমান করা যায়, নামায নষ্ট করা কত গুরুতর গোনাহ। এর কারণে এত কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এটা আমাদেরকে এই বার্তা দেয়, নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে এবং সময়মত নামায পড়তে হবে। নামায নষ্ট করা যাবে না। নামায নষ্ট করা গোমরাহী।

আয়াতটি আরো নির্দেশ করে, পার্থিব বিলাসিতা এবং নফসের খাহেশাতে মত্ত হওয়া বৈধ নয়। কারণ এর ফলে মানুষ আল্লাহ থেকে গাফেল ও বিমুখ হয়ে যায়।

## ২৮.নামাজ না পড়ার শাস্তিঃ

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাজ। ইমানের পর নামাজের চেয়ে গুরুত্ব অন্য কোনো ইবাদতে প্রদান করা হয়নি।

পবিত্র কোরআনে কারিমে ৮৩ বার নামাজের আলোচনা এসেছে। নামাজের ব্যাপক কল্যাণসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি হলো নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আর নামাজের ব্যাপারে যারা উদাসীন থাকে তাদের ব্যাপারে শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'দুর্ভোগ সেসব নামাজির জন্য নিাজের ব্যাপারে যারা থাকে গাফেল।

' -সূরা মাউন : ৪-৫

রোজ হাশরে নামাজের মাধ্যমেই হিসাব-নিকাশ শুরু হবে। যার নামাজ সঠিক হবে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

আর যার নামাজ অসুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলও অসুন্দর বলে গণ্য হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে ১৫ ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে। তার মধ্য থেকে পাঁচ ধরনের শাস্তি দুনিয়াতে। তিন ধরনের শাস্তি মৃত্যুর সময়। তিন ধরনের শাস্তি কবরে। চার ধরনের শাস্তি কবর থেকে উঠানোর পর।

দুনিয়াতে যে পাঁচ ধরনের শাস্তি হবে তা হলো-

১. তার জীবনের বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

২. তার চেহারা থেকে নেককারের নূর দূর করে দেওয়া হবে।

৩. তার নেক কাজের কোনো বদলা দেওয়া হবে না।

৪. তার কোনো দোয়া কবুল হবে না।

৫. নেক বান্দাদের দোয়ার মধ্যে তার কোনো হক থাকবে না।

মৃত্যুর সময় যে তিন ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে-

১. জিল্লতি ও অপমানের সঙ্গে সে মৃত্যুবরণ করবে।

২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে।

৩. এমন পিপাসার্ত অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করবে যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করালেও তার পিপাসা মিটবে না।

কবরে যে তিন ধরনের শাস্তি হবে সেগুলো হলো-

১. কবর তার জন্য খুব সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এমন সংকীর্ণ যে, এক পাশের বুকের হাড় আরেক পাশে ঢুকে যাবে।

২. তার কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

৩. তার কবরে এমন একটি সাপ নিযুক্ত করা হবে, যে সাপের চোখ হবে আগুনের, নখগুলো হবে লোহার। তার প্রত্যেকটি নখ লম্বা হবে একদিনের দূরত্বের পথ। ওই সাপের আওয়াজ হবে বজ্রের আওয়াজের মতো বিকট। সাপ ওই বেনামাজিকে বলতে থাকবে, আমাকে আমার রব তোমার জন্য নিযুক্ত করেছেন; যাতে ফজরের নামাজ নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। জোহরের নামাজ নষ্ট করার কারণে আসর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। আসরের নামাজ নষ্ট করার কারণে মাগরিব পর্যন্ত আর মাগরিবের নামাজ নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত, আর এশার নামাজ নষ্ট করার কারণে ফজর পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। এ সাপ দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে সে ৭০ হাত মাটির নিচে ঢুকে যাবে। এভাবে বার  বার দংশন করবে) এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত এই সাপ তাকে আজাব দিতে থাকবে।

কবর থেকে উঠানোর পর বেনামাজিকে যে চার ধরনের আজাব দেওয়া হবে-

১. তার হিসাব খুব কঠিনভাবে নেওয়া হবে।

২. আল্লাহতায়ালা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন।

৩. তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে।

৪. তার চেহারায় তিনটি লাইন লেখা থাকবে-

**১. হে আল্লাহর হক নষ্টকারী!**

**২. হে আল্লাহর গোস্বায় পতিত ব্যক্তি!**

**৩. তুমি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর হক নষ্ট করেছিলে তেমনি আজ আল্লাহর রহমত থেকে তুমি নিরাশ।**

**২৮.নামাজে মনোযোগ ঠিক রাখার উপায়ঃ**

কোনো কাজে মনোযোগ নষ্ট না হলেও নামাজে দাঁড়ালেই নামাজি ব্যক্তির মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এটি শয়তানের কাজ। নামাজের সময় হলে যেমন অন্য কাজের স্পৃহা বেড়ে যায়, তেমনি নামাজে বার বার মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। এ থেকে বাঁচতে কিছু আমল করা যেতে পারে। তাহলো-

ক. একাগ্রতা

নামাজে একাগ্রতা বা হুজুরে দিল এর বিকল্প নেই। তাই অজুর শুরুতেই স্থির মনোভাব ও নিয়ত পোষণ করতে হবে। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দরবারর হাজিরা দেয়ার জন্যই অজু করছেন। শুধু নামাজের সময় এ চিন্তা-চেতনায় দিল তৈরি হবে যে, মহান আল্লাহ সবাইকে দেখছেন। হাদিসে এসেছে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো এমনভাবে যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন।' (বুখারি, মুসলিম)

এ অনুভূতিতে নামাজ পড়ার ফজিলত বর্ণনা করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ঘোষণা দেন-

'যে সুন্দরভাবে অজু করে, এরপর মন ও শরীর একত্র করে একাগ্রতার সঙ্গে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করে (যে নামাজে প্ররোচনা স্থান পায় না); তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় (তার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়)।' (নাসাঈ, বুখারি)

খ. যথাযথভাবে অজু করা

মনোযোগ ঠিক রাখার বিষয়টি অজু থেকে শুরু হয়। অজু হলো নামাজের সুন্দর প্রস্তুতির প্রথম উৎস। আর নামাজের জন্য অজু করা ফরজ ইবাদত। অজুতে বিশেষ করণীয় আছে; তাহলো-

অজু করে নামাজ পড়া

প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মের সময় ঠাণ্ডা ও গরমকে উপক্ষো করেই মুমিন মুসলমান নামাজের জন্য অজু করে থাকে। হাদিসে এসেছে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অজু ব্যতিত নামাজ পড়বে, তার নামাজ কবুল হবেনা।'

> অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

বিশেষ করে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা জরুরি। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অজুতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা না হয় সে অজু পরিপূর্ণ নয়! তাই অজু শুরু করার আগে অবশ্যই 'বিসমিল্লাহ' পড়ে অজু শুরু করা।

> অঙ্গগুলো ভালভাবে ধোয়া

অজুকে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা জরুরি। অজুতে যেন শরীরের কোনো অঙ্গ বাদ না পড়ে বা শুকনো না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। হাদিসে এসেছে-

হজরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একবার এক ব্যক্তি নামাজের জন্য অজু করে এল। কিন্তু নখের সমপরিমাণ অজুর যায়গা তাতে বাদ পড়ে যায়। আল্লাহর রাসুল সেটি দেখলেন এবং লোকটিকে বললেন, 'আবার ভাল করে অজু করো'। তখন লোকটি আবারও অজু করে এসে নামাজ আদায় করে।'

বিশেষ করে মুখমন্ডল, হাতের কনুই ও পায়ের গোড়ালি ধোয়ার সময় সঠিকভাবে পানি ব্যবহার করা জরুরি। হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু অজু করার সময় মুখমণ্ডল খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতেন। তারপর আগে ডান ও পরে বাম বাহু ধুয়েছেন। উভয় হাত বাহুর দিকে একটু বাড়িয়ে ধুয়েছেন। মাথা মাসেহ করেছেন। আগে ডান পা ও পরে বাম পা ধুয়েছেন। পায়ের নলিসহ উভয় পা ধুয়েছেন। আর শেষে তিনি বলেছেন, 'আমি এভাবেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজু করতে দেখেছি।'

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের পরিপূর্ণ অজুর কারণে কেয়ামতের দিন তোমাদের হাত-পা এবং চেহারাকে দীপ্তিমান দেখাবে। তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্যবান, সে যেন তার হাত-পা এবং চেহারার উজ্জ্বল্য বাড়িয়ে নেয়।'

> প্রত্যেক নামাজে অজু করা

এক অজুতে একাধিক ওয়াক্ত নামাজ পড়া যায়। কিন্তু উত্তম হলো প্রতি ওয়াক্তে নতুনভাবে অজু করা। নামাজের প্রতি মনোযোগী হতে অজু এক বিশেষ আমল। হাদিসে এসেছে-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অজু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য আলাদা অজু করতেন আর আমরা একই অজু দিয়ে অনেক নামাজ আদায় করতাম।।'

গ. অজু শেষে দোয়া পড়া

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে অজু করার পর নিচের দোয়াটি পড়ে-

اَشْهَدُ ان لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

উচ্চারণ : 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুল্লাহ'

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তাঁর জন্য (এ দোয়াটি যে পাঠ করবে তাঁর জন্য) জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে এবং তাঁর ইচ্ছেমত যে কোনো দরজা দিয়েই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

ঘ. মেসওয়াক ব্যবহার করা

অজুর ও নামাজের সময় বেশি বেশি মেসওয়াক ব্যবহারে যত্নবান হওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি না আমার উম্মতের জন্য এটি কষ্টকর মনে করতাম, তবে প্রতি নামাজের সময় তাদেরকে মেসওয়াক করার জন্য নির্দেশ দিতাম।'

ঙ. নামাজে বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করা

নামাজে সুরা ফাতেহা ও কেরাত বিশুদ্ধ উচ্ছারণে পাঠ করা। বিশুদ্ধ তেলাওয়াত অন্তরকে নামাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। তাই সুরা ফাতেহা ও

তাসবিহগুলোর বিশুদ্ধভাবে পড়া করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন তিলাওয়াত করো।’ (সুরা : মুযযাম্মিল : আয়াত ৪)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি সুরা তারতিলের সঙ্গে তেলাওয়াত করতেন। (মুসলিম, তিরমিজি)

চ.অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করা

তেলাওয়াত ও তাসবিহগুলোর অর্থ না বুঝলে নামাজে মনোযোগী হওয়া খুবই কষ্টকর। নামাজে যা কিছু পাঠ করা হয়, তা বিশুদ্ধ উচ্চারণের পাশাপাশি সুরা ফাতেহাসহ কেরাত ও তাসবিহগুলোর অর্থ বুঝে নামাজ পড়ার চেষ্টাই মানুষকে নামাজে মনোযোগী করে তোলে।

ছ. আন্তরিকতার সঙ্গে নামাজ পড়া

আন্তরিকতার সঙ্গে নামাজ পড়া। নামাজে মহান আল্লাহর প্রতি ভুক্তি-শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা না থাকলে তাতে মনোযোগী হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। স্বয়ং আল্লাহ এভাবে নামাজে আন্তরিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন –

> ‘তোমরা আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ২৩৮)

> হজরত আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিকৃষ্টতম চোর হলো সেই ব্যক্তি, যে নামাজে চুরি করে।’ জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসুল! নামাজে কীভাবে চুরি করা হয়? তিনি বললেন, ‘যে (আন্তরিকতার সঙ্গে) রুকু-সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না।’ (মুসনাদ আহমাদ, মিশকাত)

জ. আল্লাহকে ভয় করা

নামাজে দাঁড়ানোর পর মহান আল্লাহকে ভয় করা। মৃত্যুর ভয়ে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজকেই জীবনের শেষ নামাজ মনে করা। হাদিসে এসেছে- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির উপদেশ কামনায় বলেছিলেন, ‘যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেন এটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।’ (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

ঝ. সেজদার স্থানে তাকানো

নামাজে মনোযোগী হতে সেজদার স্থানের দিকে তাকানো খুবই জরুরি। যা মানুষকে নামাজে মনোযোগী করে তোলে। হাদিসে এসেছে-
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নিজেই) দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখতেন।’ (তাফসিরে তবারি)
নামাজে মনোযোগী হতে এ হাদিসটি মনে রাখা খুবই জরুরি-
রাসুলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ালে সে মূলত তার প্রভুর সঙ্গে কথোপকথন করে। তাই সে যেন দেখে, কীভাবে সে (তার প্রভুর সামনে) কথোপকথন করছে।’ (মুসতাদরাক হাকেম)
উল্লেখিত বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ ও অনুকরণেই নামাজে মনোযোগী হওয়া সহজ হবে। নামাজে মনোযোগী হতে অজু থেকে শুরু করে নামাজ শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজ আল্লাহ দেখছেন এ মনোভাব নিয়ে সুন্দরভাবে রুকু-সেজদা আদায়েল মাধ্যমে নামাজ পড়া জরুরি। এ নির্দেশও দিয়েছেন স্বয়ং বিশ্বনবি। তিনি ইরশাদ করেছেন-
‘যে ব্যক্তি নামাজের সময় হলে সুন্দরভাবে অজু করে এবং একাগ্রতার সঙ্গে সুন্দরভাবে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করে, তার এ নামাজ আগের সব গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এ সুযোগ তার সারা জীবনের জন্য।’ (মুসলিম)
মুমিন মুসলমানের উচিত, ‘নামাজে মনোযোগী ও গুনাহমুক্ত হতে শুরু থেকেই হক আদায় করে অজু করা। কেননা অজুতে হাত ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত দ্বারা সংঘটিত গুনাহ পানির সঙ্গে ধুয়ে চলে যায়। এমনিভাবে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সঙ্গে সে অঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুনাহও ধুয়ে মুছে চলে যাওয়ায় অজুকারী ব্যক্তি পাক-সাফ হয়ে যায়। আর তাতে সে পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে পারে।

## ২৯.সারকথাঃ

নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিন মুসলমানরে ঈমানের দাবি ও ফরজ ইবাদত। নামাজি ব্যক্তিই হলো সফল। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন প্রিয়নবি। তিনি বলেছেন-

‘যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে; কেয়ামতের দিন ওই নামাজ তার জন্য নূর হবে এবং হিসেবের সময় নামাজ তার জন্য দলিল হবে এবং নামাজ তার জন্য নাজাতের কারণ হবে।

পক্ষান্তরে

যে ব্যক্তি নামাজের প্রতি যত্নবান হবে না- কেয়ামতের দিন নামাজ তার জন্য নূর ও দলিল হবে না। তার জন্য নাজাতের কোনো সনদও থাকবে না। বরং ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর হবে।’

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সহিহ তরিকায় সঠিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। ফরজ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি নফল নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। নামাজকে পরকালের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন